বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>082 >> 14 Poush 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৮২ >> << ১৪ই, পৌষ ১৪৩০>>

চলতি বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল সাড়ে সাতকোটি, ২০২৪ সালের শুরুতে মোট জনসংখ্যা হবে ৮০০ কোটি

মুম্বই : যুক্তরাষ্ট্রের আদম শুমারি ব্যুরো কর্তৃক বৃহস্পতিবার প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের জনসংখ্যা গত এক বছরে সাড়ে সাত কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে। নববর্ষের দিন বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৮০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। আদম শুমারি ব্যুরোর পরিসংখ্যান মোতাবেক, গত বছরে বিশ্বজুড়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১ শতাংশেরও নিচে। ২০২৪ সালের শুরুতে গোটা বিশ্বে প্রতি সেকেন্ডে ৪.৩ জনের জন্ম ও দু'জনের মৃত্যু হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে গত বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ০.৫৩ শতাংশ যা বৈশ্বিক সংখ্যার প্রায় অর্ধেক। ১৭ লক্ষ মানুষ যোগ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের খাতায় এবং নববর্ষের দিন এই দেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৩৩ কোটি ৫৮ লাখ। ব্রুকিংস ইন্সটিটিউশনের জনসংখ্যাবিদ উইলিয়ম ফ্রে বলেন, চলতি দশক জুড়ে যদি এই গতি অব্যাহত থাকে তাহলে ২০২০-এর দশক যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে স্বল্পবৃদ্ধির দশক হতে পারে ২০২০ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪ শতাংশেরও কম। ১৯৩০-এর দশকে অর্থনৈতিক মহামন্দার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম ছিল। এই সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৩ শতাংশ। ফ্রে বলেন, অবশ্যই জনসংখ্যা খানিকটা বাড়তে পারে কারণ আমরা অতিমারির বছর পেরিয়ে এসেছি। তবে এখনও ৭.৩ শতাংশে পৌঁছনো কঠিন হবে। ২০২৪ সালের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৯ সেকেন্ডে একজনের জন্ম ও প্রতি ৯.৫ সেকেন্ডে একজনের মৃত্যু হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাজার দর
SENSEX : 72240.26 -170.12
NIFTY : 21731.40 -47.30

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
24.00 °c	09.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.13 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.29 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী উদ্ধৃত করে ট্রাম্পকে নির্বাচনে দাঁড়ানোয় বাধা দিলো মেইন রাজ্য

নিউ ইয়র্ক : মেইন রাজ্যের ডেমোক্র্যাটিক দলীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংবিধানের বিদ্রোহ বিষয়ক অনুচ্ছেদ মোতাবেক এই প্রদেশের প্রাইমারি প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন থেকে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে বৃহস্পতিবার সরিয়ে দিয়েছেন। এই প্রথম কোনও নির্বাচনী কর্মকর্তা একপাক্ষিকভাবে এমন পদক্ষেপ নিলেন। ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা অব্যাহত রাখার যোগ্য কিনা সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট। চলতি মাসের শুরুতে কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর ৩ ধারা অনুযায়ী ট্রাম্পকে নির্বাচন থেকে বাতিলের রায় দেওয়ার পর মেইনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেনা বেলোজের এমন সিদ্ধান্ত। গৃহযুদ্ধযুগের বিধি মোতাবেক ট্রাম্পকে বাধা দেওয়া হয়েছে কিনা তা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া পর্যন্ত ওই সিদ্ধান্তকে স্থগিত করা হয়েছে। ওই আইন অনুযায়ী বিদ্রোহে জড়িত কেউ সরকারি দফতরে দায়িত্বে থাকতে পারে না। ট্রাম্পের প্রচারণা দপ্তর বলেছে, বেলোজের সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা মেইনের প্রাদেশিক আদালতে আবেদন করবে। সম্ভাবনা রয়েছে, শেষে মেইনে ও অন্যান্য প্রদেশের নির্বাচনে ট্রাম্প দাঁড়াতে পারবেন কিনা এই বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলবে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত। বেলোজ জানিয়েছেন, ট্রাম্প তাঁর আগের পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না, কারণ ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটলে হামলায় তাঁর ভূমিকা সংবিধানের ৩ ধারাকে লঙ্ঘন করেছে। এই ধারা অনুযায়ী, বিদ্রোহে জড়িত ব্যক্তির দফতরে যোগদান নিষিদ্ধ। সাবেক আইনপ্রণেতাদের একটি দ্বিপাক্ষিক গোষ্ঠীসহ এই প্রদেশের কিছু বাসিন্দা নির্বাচনে ট্রাম্পের অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করার পর বেলোজ এমন রায় দিয়েছেন। বেলোজ তাঁর ৩৪ পৃষ্ঠার সিদ্ধান্তে লেখেন, এই সিদ্ধান্তে আমি সহজে পৌঁছাইনি। আমার খেয়াল রয়েছে যে, কোনও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ১৪তম সংশোধনীর ৩ ধারার ভিত্তিতে কখনও কোনও প্রেসিডেন্সিয়াল পদপ্রার্থীকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেননি। আমি এটাও মনে করি যে, কোনও প্রেসিডেন্সিয়াল প্রদপ্রার্থী কখনও বিদ্রোহে লিপ্ত হননি। ট্রাম্পের প্রচারণা দপ্তর তাৎক্ষণিক ভাবে এই রায়ের নিন্দা করেছে। প্রচারণা বিষয়ক মুখপাত্র স্টিভেন চিউং এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা এই সময়ে একটি নির্বাচন লোপাট ও আমেরিকার ভোটারদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করছি।

নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাতে নববর্ষ উদযাপন নিষিদ্ধ করলো পাকিস্তান

লাহোর : বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার উল হক কাকর ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাতে দেশজুড়ে নববর্ষ উদযাপনে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছেন কারণ গাজা ভূখণ্ডে হামাস গোষ্ঠীকে পর্যুদস্ত করতে ইসরাইল তাদের সামরিক অভিযান অব্যাহত রেখেছে।
জাতীয়ভাবে টিভিতে সম্প্রচারিত ঘোষণায় কাকর বলেছেন, গাজা ও পশ্চিম তীরে নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের গণহত্যা, বিশেষ করে শিশুদের নিধনযজ্ঞ নিয়ে গোটা পাকিস্তান ও মুসলিম বিশ্ব গভীর বিষাদে রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ফিলিস্তিনে চরম উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কারণে এবং আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইবোনেদের প্রতি সংহতি জানাতে নববর্ষ উদযাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের উপর গোটা দেশে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকবে।
পাকিস্তানসহ বিশ্বজুড়ে মুসলিম দেশগুলি ইসরাইলের লাগাতার সামরিক অভিযানের তীব্র সমালোচনা করেছে এবং আসন্ন মানবিক সংকট মোকাবেলায় সাহায্যের জন্য অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বানকে জোরালো করেছে।
গাজা ভূখণ্ডের মোট ২৩ লক্ষ মানুষ জল, খাদ্য, জ্বালানি ও ওষুধের ঘাটতিতে ভুগেছে। সীমিত পরিমাণ ত্রাণ এই অঞ্চলে প্রবেশ করছে। কাকর বলেন, ইসলামাবাদ ইতোমধ্যেই গাজাতে দুই চালান ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে এবং তৃতীয়টি শীঘ্র পাঠানো হবে।
হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য অনুযায়ী, ৭ অক্টোবর থেকে ইসরাইলের সামরিক বিমান হামলা ও স্থল অভিযানে গাজার বিস্তীর্ণ অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং ২১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনির প্রাণহানি হয়েছে।
ইসরাইলের সঙ্গে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই এবং স্থায়ী ও স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র যা বহু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের দীর্ঘ দিনের নীতি, প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ইসরাইলকে তারা সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে রাজি নয়।
পাকিস্তানিরা এই ইহুদি রাষ্ট্রে যেতে পারে না কারণ তাদের পাসপোর্টে বলা রয়েছে, সেটি ইসরাইল ছাড়া বিশ্বের সব দেশে বৈধ।

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার উপর্যুপরি আক্রমণ অব্যাহত

কিয়েভ : শুক্রবার রাশিয়া ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি শহরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এতে অন্তত ১৩ জন নিহত এবং কমপক্ষে ১৮ জন আহত হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি এক্স (পূর্বনাম টুইটার)-এ তার এক পোস্টে বলেন, আজ রাশিয়া তার অস্ত্রাগারের প্রায় সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করেছেঃ 'কিন্ডজালস', এসথার্টি, ক্রুজ মিসাইল এবং ড্রোন... ইউক্রেনের ওপর মোট ১১০টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যেগুলোর বেশিরভাগই গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে।
জেলেন্সকি বলেন, একটি প্রসূতি হাসপাতালে রাশিয়া হামলা চালিয়েছে। অন্যান্য যেসব লক্ষ্যবস্তুর ওপর হামলা চালানো হয়েছে সেগুলো হলো শিক্ষা স্থাপনা, একটি বিপণী কেন্দ্র, বহুতল আবাসিক ভবন, ব্যক্তিগত বাড়ি, একটি বাণিজ্যিক স্টোরেজ এবং একটি পার্কিং লট। জেলেন্সকি তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্টে বলেছেন, রাশিয়া কিয়েভ, লেভিভ, ওডেসা, ডিনিপ্রো, খারকিভ এবং জাপোরিঝিয়ায় আঘাত হেনেছে। শুক্রবার ভোরে ইউক্রেনের রাজধানী জুড়ে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল। শহরের মেয়র ভিটালি ক্লিটসকো কিয়েভের বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। দ্য কিয়েভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদপত্রটি খারকিভে ছয়টি ক্ষেপণাস্ত্র বিস্ফোরণ এবং লেভিভে একটি ড্রোন হামলা থেকে বিস্ফোরণের খবর দিয়েছে। বড়দিনের বার্তায় পোপ অন্যান্য সংঘাতের মধ্যে ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার জেলেন্সকি নতুন ২৫ কোটি ডলারের সহায়তা প্যাকেজের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, এই সামরিক সহায়তা ইউক্রেনের সবচেয়ে জরুরি চাহিদাগুলো পূরণ করবে। বুধবার বাইডেন প্রশাসন বিদ্যমান প্রেসিডেনশিয়াল অনুমোদনের অধীনে কিয়েভের জন্য ভবিষ্যতের সহায়তাসহ যুক্তরাষ্ট্রের মজুদ থেকে ইউক্রেনের জন্য অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম চূড়ান্তভাবে প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে।

মিশরের শান্তি আলোচনায় অংশ নিতে কায়রোতে হামাস

গাজা : হামাস কর্মকর্তাদের উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদলের শুক্রবার কায়রোতে যাওয়ার কথা। সেখানে তারা হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে একটি মিশরীয় শান্তি প্রস্তাবের কথা বিবেচনা করবে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে । ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।
মিশরের তিন পর্বের শান্তি পরিকল্পনায় বলা হয়েছে : ৭ অক্টোবর হামাস যখন ইসরাইলের ওপর আক্রমণ শুরু করেছিল তখন হামাসের হাতে জিম্মিদের মুক্তি এবং ইসরাইলের হাতে আটক ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি প্রদান যুদ্ধবিরতি পালন করা যা ক্রমান্বয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটাবে এবং যুদ্ধোত্তর গাজা প্রশাসনের জন্য টেকনোক্র্যাটদের নিয়ে একটি ফিলিস্তিন সরকার গঠন করবে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই প্রস্তাবে গত সপ্তাহ থেকে হামাস এবং ইসলামিক জিহাদের প্রবেশাধিকার রয়েছে। ইসলামিক জিহাদও ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।
শুক্রবারও ইসরাইলের সেনাবাহিনী গাজার উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা ও স্থল অভিযান অব্যাহত রেখেছে। বাসিন্দারা বলছেন, গাজার মধ্যাঞ্চলের নুসিরাত ও মাগাজি শরণার্থী শিবিরে রাতভর বাড়িঘরে আঘাত হেনেছে। বুরেজ শরণার্থী শিবিরেও তুমুল যুদ্ধের খবর পাওয়া গেছে।
বুরেজের কাছাকাছি ইসরাইলের ট্যাংক দেখা গেছে। হামাস একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে যাতে তারা বলেছে, তাদের বাহিনী পূর্বাঞ্চলের ইসরাইলের ট্যাংক এবং সেনাদের লক্ষ্যবস্তু করেছে। রয়টার্স জানিয়েছে, তারা ভিডিওটি যাচাই করতে পারেনি।
জাতিসংঘের মানবিক কার্যালয় সতর্ক করেছে, গাজা ভূখণ্ডে তীব্র লড়াই, ঘন ঘন যোগাযোগ বিঘ্নিত হওয়া, রাস্তা অবরুদ্ধ করা এবং জ্বালানির অভাব মানবিক কার্যক্রমের জন্য উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করছে। ৭ অক্টোবর হামাস জঙ্গিরা ইসরাইলের সীমান্ত অতিক্রম করে দক্ষিণাঞ্চলে আক্রমণ করে। ইসরাইল জানায়, এই হামলায় ১২০০ মানুষ নিহত হয়েছে। হামাস প্রায় ২৪০ জনকে জিম্মি করেছে, যাদের মধ্যে ১২৯ জন গাজায় রয়ে গেছে। প্রত্যুত্তরে ইসরাইল হামাসকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অঙ্গীকার করে এবং গাজায় বিমান, স্থল ও সামুদ্রিক হামলা চালায়। হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরাইলের আক্রমণের ফলে গাজায় বিশাল ধ্বংসস্তূপ তৈরি হয়েছে এবং ২১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। ইসরাইলি সেনাবাহিনী বলছে, তাদের ১৬৭ জন সেনা নিহত হয়েছে।

শান্তি চুক্তি
চুক্তি স্বাক্ষরের পর জঙ্গি সংগঠন ও কেন্দ্র দু'পক্ষই শান্তি ফিরবে বলে আশা প্রকাশ করেছে

অসমের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের আলোচনাপন্থী পক্ষ ও ভারত সরকারের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত

গুয়াহাটি (এজেন্সী): ভারতের উত্তরপূর্বের রাজ্য অসমের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন উলফা (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রংট অফ অসম)'র আলোচনাপন্থীদের সঙ্গে ভারতের কেন্দ্র সরকারের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল শুক্রবার ২৯ ডিসেম্বর।
রাজধানী দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উলফার তরফে হাজির ছিলেন অরবিন্দ রাজখাওয়া ও তার অনুগামীরা।
উলফার শীর্ষ নেতা পরেশ বরুয়া এই আলোচনায় অংশ নেননি। চুক্তির খসড়া তিনি আগেই খারিজ করেছিলেন। ভারত-মিয়ানমার সীমান্তের এক গোপন স্থানে বাস করেন পরেশ।
পরেশ বরুয়া অনুপস্থিত থাকার ফলে শুক্রবারের চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় থাকছে। যদিও চুক্তি স্বাক্ষরের পর জঙ্গি সংগঠন ও কেন্দ্র দু'পক্ষই শান্তি ফিরবে বলে আশা প্রকাশ করেছে।
উত্তরপূর্বের আরেক রাজ্য মণিপুরে দুই জনজাতি গোষ্ঠী কুকি ও মেইতেইদের মধ্যে জাতিদাঙ্গায় রক্তক্ষয় আপাতত বন্ধ হলেও দু'পক্ষের মধ্যে সামনাসামনি আলোচনার পরিস্থিতি নেই।
এক পক্ষ আর এক পক্ষের এলাকায় যেতে পারছে না। কুকিরা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাবি করেছে। কুকিদের দুটি সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ফোরাম এবং কুকি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে।
মণিপুরের চলমান জাতিদাঙ্গার সংকটের মধ্যেই অসম নিয়ে শান্তিচুক্তি হল। এই চুক্তি অনুযায়ী অসমের আদি বাসিন্দাদের জমির অধিকার নিশ্চিত করা হবে।
১৯৭৯ সালে তৈরি সংগঠন উলফা পৃথক অসমের দাবিতে আংঃদোলন শুরু করে। দাবি আদায়ে জঙ্গি কার্যকলাপের আশ্রয় নেয় তারা। উলফার আক্রমণে প্রাণ যায় বহু মানুষের। নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তৎকালীন ভারত সরকার। সেই নিষেধাজ্ঞা পরবর্তী সময়ে প্রত্যাহার হয়নি।
পাশাপাশি ভারত ও ভুটানের সেনা একই সঙ্গে উলফা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অপারেশন অভিযান চালাতে থাকে। তারপর উলফার একাংশ আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণের পর চলতে থাকে দাবিদাওয়া নিয়ে আংঃদোলন। শুক্রবার যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার জন্য গত ১২ বছর ধরে দফায় দফায় আলোচনা চলেছে।

দেখতে অনেকটা বিশালাকৃতি লাউয়ের মতোন। এক সময় মালদার (তৎকালীন গৌড় রাজ্য) মোগল আমলের নবাবদের প্রিয় ছিল এই বেগুন

মালদা ঃ দেখতে অনেকটা বিশালাকৃতি লাউয়ের মতোন। এক সময় মালদার (তৎকালীন গৌড় রাজ্য) মোগল আমলের নবাবদের প্রিয় ছিল এই বেগুন। শুধুমাত্র নবাবদের নির্দেশেই তাদের সীমানাতেই চাষিরা উৎপাদন করতেন সুস্বাদু এই বেগুন। যার থেকেই নাম হয়েছে নবাবগঞ্জের বেগুন। রাজ্য তথা দেশের একমাত্র মালদাতেই এখনো উৎপন্ন হয় নবাবগঞ্জের বেগুন। শীতের মরশুমে শুধু পাওয়া যায় এই জাতের বেগুন। যা দিয়ে বেগুন ভর্তা, বেগুন পুড়া, বেগুন ভাজা, বেগুন পোস্ত, বেগুনের সবজি সহ রকমারি রান্না করে এখনো রসনা তীপ্তভাবে উপভোগ করেন জেলার মানুষ। আর এই বেগুন কিনতেই আশেপাশের জেলা ও ভিন রাজ্য থেকেও বহু খাদ্য রসিক মানুষেরা আসেন মালদায়। ব্যাপকহারে এই নবাবগঞ্জের বেগুনের চাহিদা থাকায় এবছর দামও খানিকটা বেড়েছে। বর্তমানে বাজারে ৭০ থেকে ১০০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে মালদার বিখ্যাত নবাবগঞ্জের বেগুন।

উল্লেখ্য, একটি বেগুনের ওজন ন্যূনতম ৮০০ গ্রাম থেকে দুই কেজি পর্যন্ত হয়। বিশাল এই বেগুন শুধুমাত্র মালদা জেলার চাচল মহকুমার পুখুরিয়ার থানার রাজাপুরে মূলত চাষ হয়। এছাড়াও ওই গ্রামের পার্শ্ববর্তী পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানী , গাজোল ব্লকের পান্ডুয়া এলাকায় কিছু পরিমাণ জমিতে চাষ হয়। এই বেগুনের নাম নবাবগঞ্জের বেগুন। এই প্রজাতির বেগুন আর অন্য কোথাও চাষ হয় না। এই এলাকার কৃষকেরাই চাষ করেন। প্রতিবছর কৃষকেরা বেগুনের বীজ সংরক্ষণ করে রাখেন। পরবর্তীতে সেই বীজ বপন করেন কৃষকেরা নিজেই। এই প্রজাতির বেগুনের বীজ কোথাও কিনতেও পাওয়া যায় না। প্রাচীন কাল থেকেই এই বেগুনের চাষ হয়ে আসছে মালদায় এমনটাই দাবি কৃষকদের। বর্তমানে ইংরেজবাজার শহরের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি হচ্ছে নবাবগঞ্জের বেগুন। একটি বেগুনের ওজন অনেক আবার দামও বেশি তাই সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে এখন এই বেগুন।

মালদা জেলায় উদ্যান পালন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার তিনটি ব্লকের বেশ কিছু গ্রাম মিলিয়ে প্রায় ২০০ বিঘা জমিতে এই বেগুন বর্তমানে চাষ হচ্ছে। ধীরে ধীরে এই বেগুনের ওজন অনেকটাই কম হচ্ছে। কারণ গতানুগতিক চাষের ফলে। ৮০০ গ্রাম থেকে দুই কেজি পর্যন্ত হয় একটি বেগুনের ওজন। এই বেগুন গুলিতে বীজ থাকে প্রায় ৫০ গ্রাম। অন্য কোথাও এই বেগুন চাষ না হওয়ার কারণ, মাটির উর্বরতা আবহাওয়া। মূলত শীতকালেই পাওয়া যায় এই বেগুন।

পুকুরিয়া থানার রাজাপুর এলাকার নবাবগঞ্জ বেগুন চাষী রহিম শেখ বলেন, এই জাতের বেগুনের সঙ্গে মালদার প্রাচীন ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে। একটা সময় নবাবেরাই এই বেগুন খেতে পছন্দ করতেন। পরবর্তী সময়ে রাজা এবং রাজার রাজত্ব শেষ হয়ে যায়। এরপর পুরাতন মালদার নবাবগঞ্জ নামক একটি এলাকায় শুধুমাত্র এই বেগুনের হাট বসতো। সেই থেকেই আজও মালদার নবাবগঞ্জের বেগুন জগত্বিখ্যাত। সরকার এবং প্রশাসন যদি এই জাতের বেগুন উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়, তাহলে অনেক চাষীরাই আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হতে পারবেন।

মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক জানিয়েছেন , নবাবগঞ্জের বেগুন উৎপাদনের ক্ষেত্রে সঠিক সময় চাষীদের পরামর্শ এবং সহযোগিতা করা হচ্ছে। এই জাতের বেগুন চাষের ক্ষেত্রেও চাষীদের আগ্রহ বাড়াতেও প্রয়োজেনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

লাটাগুড়িতে হোটেলে রঙ করার কাজে গিয়ে নিখোঁজ জলপাইগুড়ির বাসিন্দা সপিজুল মহম্মদ

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি লাটাগুড়িতে হোটেলে রঙ করার কাজে গিয়ে নিখোঁজ জলপাইগুড়ির উত্তর সুকান্ত নগরের বাসিন্দা সপিজুল মহম্মদ বয়স ৩৯ বছর। দুশ্চিন্তায় তার আত্মীয় পরিবার বর্গ। পরিবার সুত্রে জানা গেছে গত ১৯ শে ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত উত্তর সুকান্ত পল্লীর বাসিন্ধা সফিজুল মহম্মদ লাটাগুঁড়িতে একটি বেসরকারি হোটেলে রঙ করার কাজ করতে যান ।দুই দিন কাজও করে এরপর থেকেই সেই ব্যাক্তির আর কোনো খোঁজ পাচ্ছে না পরিবার। ইতিমধ্যে এই মর্মে পরিবারের পক্ষ থেকে ২৩ শে ডিসেম্বর ক্রান্তি পুলিস ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। নিখোঁজ সপিজুলের মেয়ে সদাইপা খাতুন বলে, আমার বাবা কাজে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে। বাবার খবর না পেয়ে আমরা অসহায় হয়ে পড়েছি। অপরদিকে নিখোঁজ সফিজুলের প্রতিবেশী হামিদুল ইসলাম বলেন, এর আগেও এই ব্যাক্তি বাইরে কাজ করতে গিয়েছে কিন্তু কাজ শেষে বাড়ি ফিরে এসেছে। কিন্তু এবার যে কি হলো সেটা ভেবেই আমাদের খুবই চিন্তা হচ্ছে। এবিষয়ে সপিজুলের স্ত্রী বলেন, আমার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি আমার স্বামী। পরিবারে দুই ছেলে এক মেয়ে আছে। বড়ই অভাবের সংসার। আমরা চাই দ্রুত আমার স্বামীকে খুঁজে ফিরে দেওয়া হোক। কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি তার খোঁজ পেয়ে থাকেন। তাহলে এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। মোবাইল নাম্বার -৮১১৬৩৪৬৯২৫

রাজবংশী পরিবারকে বাড়ি ফেরাতে ধর্নায় ইসলামপুরের তৃণমূল বিধায়ক করিম চৌধুরী

উত্তর দিনাজপুর ঃ রাজবংশী পরিবারকে বাড়ি ফেরাতে ধর্নায় ইসলামপুরের তৃণমূল বিধায়ক করিম চৌধুরী।ইসলামপুরের বিধায়ক করিম চৌধুরী জানান, ইসলামপুর থানার পাটাগড়ার বাসিন্দা রাজেশ সিংহ জমি বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিল ২০২১ সালে। সেই সময় গ্রেফতারির ভয়ে গাঢাকা দিয়েছিল রাজেশ। সেই সুযোগে তার কাকাতো ভাই বিক্রম সিং পেশায় সিভিক ভলেন্টিয়ার রাজেশের বাড়িতে ঢোকার রাস্তা আটকে পাকা দেওয়াল তুলে দিয়েছে। সেই থেকে তিন বছর হয়ে গেল রাজেশ বাড়ি ফিরতে পারছে না, স্ত্রী ও ছোট দুই সন্তানকে নিয়ে অন্যত্র ভাড়াবাড়িতে থাকছেন। গোটা বিষয়ে আমাকে লিখিতভাবে জানানোর পর আমি নিজে এলাকায় গিয়ে সমস্ত বিষয়টা খোঁজ নেই। গোটা বিষয়টি এসডিও ও জেলা পুলিশকে জানিয়েছি, তারা বাড়ি ফেরানোর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাই বাধ্য হয়ে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে গান্ধীজী ও নেতাজির মূর্তির সামনে ধর্নায় বসার সিদ্ধান্ত করিম চৌধুরীর।

খড়িবাড়ির বাতাসীতে দুর্ঘটনার কবলে তিনটি লরি

শিলিগুড়ি ঃ সাতসকালে দূর্ঘটনার কবলে পড়লো ২টি বাঁশবোঝাই লরি এবং একটি বালিবোঝাই লরি।সোমবার খড়িবাড়ির বাতাসীর জাতীয় সড়কের ঘটনা। জানা গিয়েছে পাথরবোঝাই লরি ব্রেক কষতেই পিছন থেকে আসা বাঁশবোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলে দুমরে মুচড়ে যায় বাঁশবোঝাই লরিটি। পরে বাঁশবোঝাই লরিতে আটকে পড়লে চালককে উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে অপর একটি বাঁশবোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে এক দোকান ধাক্কা দেয়। গোটা ঘটনায় এক চালক আহত হন বলে জানা গিয়েছে।দূর্ঘটনাগ্রস্থ চালক জানান অসম থেকে উত্তর প্রদেশের দিকে যাচ্ছিল বাঁশবোঝাই লরি দুটি। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

জেলা পুলিশের কড়া নিরাপত্তায় চার্চ গুলিতে বড় দিনের প্রার্থনা শুরু হোলো

জলপাইগুড়ি ঃ জেলা পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ব্যাবস্থার মধ্যে দিয়ে চার্চ গুলিতে বড় দিনের প্রার্থনা শুরু হলো। গতকাল রাতে জমজমাট অনুষ্ঠানের পর এদিন সকাল থেকে জলপাইগুড়ির চার্চ গুলিতে ভিড় উপচে পড়া শুরু হয়। একইসাথে প্রার্থনা সারবার পর চার্চ গুলিতে থাকা সেল্ফি জোনেও ছবি তুলতে দেখা যায় দর্শনার্থীদের।যীশুর আবির্ভাব দিবস উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে জলপাইগুড়ি। শহরের গির্জাগুলি ঝলমল করছে আলোয়। গোটা শহর জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে উৎসবের প্রস্তুতি।আর এদিন সকাল থেকেই জলপাইগুড়ির বিভিন্ন চার্চ গুলিতে ভিড় জমায় শহরবাসী।

কোচবিহার থেকে দার্জিলিং, শিলিগুড়ি রাচি রুটে পুনরায় বাস পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা

কোচবিহার ঃ নতুন বছরে বেশ কিছু নতুন রুটে বাস চালাতে চলছে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। দীর্ঘ বহু বছর ধরে বন্ধ থাকা শিলিগুড়ি রাচি রুটে পুনরায় বাস পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। এছাড়াও কোচবিহার থেকে দার্জিলিং রুটে প্রথম উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস সার্ভিস চালু হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা গামী বারোটি পুরনো বাস পরিবর্তন করে সেই রুট গুলিতে নতুন বাস দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার। আজ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার পরিবহন ভবনে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এমনটাই জানালেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। এছাড়াও কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলা কে সামনে রেখে জাতি স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরিষেবার কথাকে প্রাধান্য দিয়ে অতিরিক্ত পাঁচটি রুটে বাস চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। সংস্থার চেয়ারম্যান তথা বইমেলা কমিটির চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় জানান, দিনহাটা তুফানগঞ্জ আলিপুরদুয়ার মাথাভাঙ্গা এবং ফালাকাটা রুটে রাতের বেলা সাড়ে নটার পর অতিরিক্ত একটি করে বাস চালানো হবে। যাতে কোন অবস্থাতেই সাধারণ মানুষ যারা মেলায় অংশগ্রহণ করতে আসবেন বা যারা বই কিনবেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তাদের কোনরকম অসুবিধা না হয়, তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে। প্রয়োজেনে এই শেষ বাস আরো ১৫ মিনিট অপেক্ষা করবে যাত্রীদের জন্য। কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলার বইমেলা যাতে সফলভাবে সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করা। পার্থ প্রতিম রায় বলেন, সম্প্রতি আধুনিকতা এবং ইঃটারনেটের যুগে এখনো মানুষের মধ্যে বই য়ের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। প্রথম দিনের কোচবিহার জেলা বইমেলা মাঠে ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপস্থিতি তার উদাহরণ। যতটুকু তথ্যসূত্র রয়েছে তাতে প্রথম দিন বইমেলাতেই দিনহাটা, তুফানগঞ্জ থেকে প্রচুর ছাত্র ছাত্রী এসেছিলেন। মূলত তাদের কথা মাথায় রেখে এই অতিরিক্ত যাত্রী পরিষেবা প্রদান করতে চলেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা।

ক্রিসমাস কার্নিভাল

জলপাইগুড়ি ঃ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ক্রিসমাস কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হোলো। আর এই উপলক্ষে মঙ্গলবার বিকেলে শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার বেশ কয়েকটি চার্চের সদস্যদের নিয়ে বড়দিন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য ক্রিসমাস কার্নিভাল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হোলো। শহরের আই এম এ ময়দান থেকে এই র‍্যালি শুরু হয়। এরপর শহর প্রদক্ষিন করে ফ্রেন্ডস ব্যাপটিস্ট চার্চে এসে র‍্যালিটি শেষ হয়। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শামা পারভিন, বিধায়ক খগেশ্বর রায় এবং ডাক্তার প্রদিপ কুমার বর্মা, সদর মহকুমাশাসক তমজিৎ চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান পাপিয়া পাল, ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জী সহ অন্যান্যরা।

শুরু হল১৮ তম ডুয়ার্স উৎসব

আলিপুরদুয়ারঃ ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হল ১৮ তম বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব । মঙ্গলবার ডুয়ার্স উৎসবের ওয়েবসাইট আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করা হল ।উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলাশাসক আর বিমলা, ডুয়ার্স উৎসব কমিটির সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। ওয়েবসাইটে বিগত ডুয়ার্স উৎসবের এবং এবছরের ডুয়ার্স উৎসবের বিভিন্ন তথ্য রয়েছে। ডুয়ার্স উৎসব কমিটির সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী জানান এবছর এন বি এস টি সি পক্ষ থেকে বিভিন্ন রুটে বাস চালানো হবে রাত দশটা ওবধি ডুয়ার্স উৎসব চলাকালীন। এছাড়া ডুয়ার্সের কৃতি দের সন্মানিত ও করা হবে।

মালদা জেলা পুলিশের ব্যবস্থাপনায় পুকুরিয়া থানার আযোজেনের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হলো

মালদা ঃ মালদা জেলা পুলিশের ব্যবস্থাপনায় পুকুরিয়া থানার আযোজেনের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আযোজিত হলো। মঙ্গলবার পুখুরিয়া থানা প্রাঙ্গনে এই রক্তদান শিবিরের আযোজেন করা হয় পুলিশ প্রশাসনের তরফে। এই ডক্টর সুবীরের সূচনা ক্রম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, আরেক বিধায়ক সমর মুখার্জি, পুখুরিয়া থানার ওসি গৌতম চৌধুরী ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিরা। থানার পুলিশ কর্মী থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা এই রক্তদান শিবিরের স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন। রক্তদান করেন মালদা জেলা পরিষদের সদস্য অর্পিতা উপাধ্যায় সহ থানার সিভিক ভলেঃটিয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ও সাধারণ মানুষ। জেলা জুড়ে বেড়ে চলা রক্তের সংকট আর সেই সংকটকে মাথায় রেখে মালদা জেলা পুলিশের ব্যবস্থাপনায় এই রক্তদান শিবিরের আযোজেন করা হয়। সরকারি কর্মীর জনপ্রতিনিধি একে একে এই শিবিরে রক্তদান করছেন। পুলিশ প্রশাসনের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন জন প্রতিনিধিরা

কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হলো বিরবাল দিবস

কোচবিহার ঃ কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হলো বিরবাল দিবস। কোচবিহার রেলস্টেশন সংলগ্ন জামাই বাজার এলাকায় অবস্থিত গুরুদুয়ারায় এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কথিত আছে মুঘলদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন শিখ সম্প্রদায় যুদ্ধ ঘোষণা করে সেই সময় গুরু গোবিন্দ সিং এর দুই পুত্র শিখ ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম ধর্ম অবলম্বনে অস্বীকার করায় তাদের জীবন্ত অবস্থায় কবর দেওয়া হয়।

বিপুল পরিমাণ মাদক ইনজেকশনসহ আটক যুবক

শিলিগুড়ি ঃ আবারো গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। বিপুল পরিমাণ নেশার ইনজেকশন সহ গ্রেফতার ১।পুলিশের অভিযানে এক যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নেশার ইনজেকশন। রবিবার বিকেল ৪৩০ নাগাদ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মাটিগাড়ার লালপুল সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহের বসে এক যুবককে আটক করে তল্লাশি চালালে সেই যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৬০ টি নেশার ইনজেকশন।ঘটনাস্থল থেকেই সেই যুবককে গ্রেপ্তার করে, মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম অজয় চৌহান বয়স ২৫ সে বানিয়াখারী ত্রিপালিজোতের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। কি করে তার কাছে এত পরিমাণ নেশার ইনজেকশন এলো এবং কোথায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তা নিয়ে ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। মৃত যুবককে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

গৃহবধূকে গায়ে আগুন লাগিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ,গ্রেপ্তার স্বামী ও দেওর

শিলিগুড়ি ঃ গৃহবধূকে গায়ে আগুন লাগিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠলো স্বামী ও দেওরের বিরুদ্ধে। শিলিগুড়ির ঘটনা। এনিয়ে সোমবার উত্তেজনা ছড়ায় জেলা হাসপাতালে।পরিবার সূত্রে খবর, গৃহবধূর বাবার বাড়ি মাটিগাড়ার নিউকলোনিতে। শ্বশুরবাড়ি শিলিগুড়ির আশিঘর এলাকায়। বিয়ের পর থেকে তাঁর ওপর শ্বশুরবাড়ির লোকজন মানসিক অত্যাচার করত বলে অভিযোগ। রবিবার রাতে গৃহবধূর স্বামী ও দেওর তাঁর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। পুলিশ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী ও দেওরকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মেডিকেল টেস্ট করাতে এলে জেলা হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়ায়। গৃহবধূর বাড়ির লোকজনের ক্ষোভের মুখে পড়ে তারা। যদিও পুলিশ পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আগুনে ভস্মীভূত কসমেটিক গোডাউন সহ দোকান, ক্ষতির পরিমান ৫০ লক্ষ

আলিপুরদুয়ার (বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী)ঃ বড় দিনের আগের রাতে শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বড় বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।আনুমানিক রাত প্রায় ২ টা নাগাদ একটি কসমেটিকের দোকানে আগুন লাগে । জানাযায় এই কসমেটিক হোলসেল দোকানটির ভেতর থেকে আগুন দেখতে পায় বাজারের নাইট গার্ড। তারপরেই স্থানীয়দের উদ্যোগে খবর দেওয়া হয় আলিপুরদুয়ার ফায়ার ব্রিগেডকে। অতি তৎপরতার সাথেই ফায়ার ব্রিগেডের তিনটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রনের কাজ শুরু করে দেয় বলে খবর। যদিও দোকানের ভেতর কেউ ছিলনা বলে জানাযায়। দ্বিতল বিশিষ্ঠ এই বিল্ডিংএর নিচ তলায় রিটেইল দোকান এবং বাকি দুই তলায় গোডাউনে হোলসেলের মাল রাখা ছিল বলে দমকলসূত্রে খবর। নিচতলার থেকেই আগুন ধীরে ধীরে ভয়ঙ্কর রুপ ধারন করে উপরের দুতলায় তা পৌচ্ছে যায় । প্রায় সাড়ে ৪ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। দমকলসূত্রে আগুন লাগার কারন জানা না গেলেও শর্টসার্কিট থেকেই সম্ভবত এই আগুন বলে প্রাথমিক অনুমান দমকলের। আনুমানিক প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার সামগ্রী ভষ্মীভূত হওয়ায় মাথায় হাত ব্যাবসায়ির।

পথ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হলো এক ষাটোর্ধ মহিলা

জলপাইগুড়ি ঃ পথ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হলো এক ষাটোর্ধ মহিলারা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকাল ১১ টা ১৫ মিনিট নাগাদ জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নির্মীয়মান ভবন সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে জাতীয় সড়ক পার হওয়ার সময় একটি গাড়ি পিষে দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর খবর পেয়ে ট্রাফিক পুলিশ সাড়ে সাড়ে ১১ টা নাগাদ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে পাহাড়পুর জমিদারপাড়া এলাকার বাসিন্দা মৃত মহিলার নাম বিনতা রায়। স্থানীয়দের দাবি বিনতা রায় বিভিন্ন বাড়িতে পরিচালিকার কাজ করে।।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভূত হল একটি বাড়ির দুটি ঘর

কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের অন্দোরান ফুলবাড়ী ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছালাপাক এলাকার বাসিন্দা আছর উদ্দিন শেখের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। এ বিষয়ে স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই বাড়ির মালিক কেওই বাড়িতে ছিলেন না গতকালই ওই বাড়িতে বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফ থেকে একটি মিটার লাগিয়ে দেওয়া হয় আজ বিকেলে হঠাৎই সেই মিটারে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লেগে যায় এর পরেই দাউ দাউ করে ঘরে আগুন লাগতে শুরু করে। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায় এবং দীর্ঘ প্রায় দুই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে স্থানীয় লোকজন। পরবর্তীতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ দমকল কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাড়ির দুটি ঘর অস্মীভূত হয়ে যায়।

বড়দিন উপলক্ষ্যে সামাজিক কর্মসূচি ফ্যান ক্লাবের

ময়নাগুড়ি ঃ বড়দিন উপলক্ষ্যে বিশেষ কিছু সামাজিক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করলো ময়নাগুড়ি দীনেশ বিশ্বাস ফ্যান ক্লাব। সোমবার ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড়ে এই কর্মসূচি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়, কাউন্সিলর সোমেশ সান্যাল, কাউন্সিলর গোবিন্দ পাল সহ প্রমুখ। এদিন পথ চলতি মানুষদের চারাগাছ, চকলেট, কেক বিতরন করা হয়। এছাড়াও সাহিত্যিক দীনেশ বিশ্বাস নিজে সান্তা সেজে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন।

বড়দিনের রাতে জলপাইগুড়ি খাদ্য মেলায় মানুষের ঢল

জলপাইগুড়ি ঃ শীতের হিমেল সন্ধ্যায় রকমারি রসনাতৃপ্তির সম্ভার নিয়ে শুরু হল পাঁচদিন ব্যাপী জলপাইগুড়ি খাদ্যউৎসব ২০২৩। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া ৮তম খাদ্য উৎসব চলবে আগামী ২৫শে ডিসেম্বর অর্থাৎ আজ পর্যন্ত। ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন আর বড়দিন উপলক্ষে সোমবার রাতে মানুষের ঢল সবচেয়ে পড়েছে এই মেলা। খাদ্য মেলায় এসে খাওয়া দাওয়া হবে না আপনি কি করে হয়। তাই যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই শুধু খাও আর খাও, আর এদিন রাতে এই খাওয়াদাওয়ার দৃশ্যই উঠে আসলে আমাদের ক্যামেরায়। দারুণ খুশি মেলায় আসা ক্রেতা ও বিক্রেতারা। জলপাইগুড়ি পুরসভার ১৯ নং ওয়ার্ডের এই খাদ্য উৎসবের আলাদ একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তার মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এই খাদ্য উৎসবটি হয় মূলত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি'কে কেন্দ্র করে। ১৯ নং ওয়ার্ডের মহিলাদের নিয়ে তৈরি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিই এই উৎসবের প্রাণ। ২০১৫ সালে এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল লোপামুদ্রা অধিকারীর উদ্যোগে শুরু হয় খাদ্য উৎসব। লোপামুদ্রাদেবী জানিয়েছেন, এর উদ্দেশ্য ছিলো স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সত্যিকারের স্বনির্ভর হওয়ার পথ দেখানো। এইবছর ৩০টি স্বনির্ভরগোষ্ঠী অংশ নিয়েছে উৎসবে। তাদের হরেক নামের স্টলে মিলছে হরেকরকম খাবার। কেউ বানিয়েছেন মাশরুম পাকোড়া, তো কেউ রসালো রসবড়া। কোথাও ইয়া বড় বড় বেগুনি ভাজা হচ্ছে, আবার কোন স্টলে বিভিন্ন পিঠে,পুলি,পায়েসের সম্ভার। রয়েছে চিকেন পাকোড়া, লুচি, আলুর দম,কষা চিকেন, চিলি চিকেন,কেক,পেস্ট্রি সহ অফুরন্ত খাদ্য সম্ভার। তার সঙ্গে থেকেছে পাঁচদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সোমবার শেষ দিনে ভিড় জমেছিলো ভালোই।

প্লাস্টিকের কারখানায় ভয়াবহ আগুন

নিউ জলপাইগুড়ি ঃ ফুলবাড়ীর চতুরা কোচ এলাকায় সাত সকালে একটি প্লাস্টিকের কারখানায় ভয়াবহ আগুন তবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগতে পারে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ফুলবাড়ী থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু তার আগে সবকিছু পুড়ে ছাই এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

ওয়েস্ট বেঙ্গল মোটর ভেহিকেলস ওনার্স এজেন্ট ইউনিয়নের বার্ষিক সাধারণ সভার

জলপাইগুড়ি ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল মোটর ভেহিকেলস ওনার্স এজেন্ট ইউনিয়নের বার্ষিক সাধারণ সভার আযোজেন করা হয় জলপাইগুড়িতে। ইউনিয়নের দপ্তরে আযোজিত সভায় অংশ নেন সংগঠনের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব। গাড়ির মালিকদের কাজের সুবিধার্থে কি কি করনীয় তা নিয়ে মূলত আলোচনা করেন তারা। পাশাপাশি সরকারকে কিভাবে সর্বাঙ্গভাবে সহযোগিতা করা যায় তা নিয়েও আলোচনা করা হয়। আলোচনার মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষদের পরিষেবা প্রদানের প্রতি জোর দেওয়া হয়। যারা গ্রাম থেকে আসেন এবং দরকারি কাগজপত্র বানানো নিয়ে সমস্যায় পড়েন তাদের বাড়তি সহযোগিতা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সংস্থার জেলা কমিটির সহ সভাপতি মনোজ ঝা বলেন, গ্রামীণ গাড়ির মালিকদের সঠিকভাবে কাগপত্র তৈরির জন্য ব্লকে ব্লকে গিয়ে কর্মশালা করার প্রস্তাব উঠেছে সভায়। জলপাইগুড়ি শহর ছাড়াও জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগঠনের সদস্যরা সভায় নেন।

অবৈধ দোকান সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিল ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

ইসলামপুর ঃ তার পাশাপাশি উপস্থিত ছিল ইসলামপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিন হাসপাতাল চত্বরে থাকা অবৈধভাবে সরিয়ে নিতে বলেন পাশাপাশি বিশেষ অভিযানে নামেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তবে দোকানদাররা জানিয়েছেন তারা জায়গা খালি করে দেবেন ইসলামপুর মহকুমার অতিরিক্ত সুপার রনজিত বিশ্বাস জানিয়েছেন কিছু দোকানদারকে আজকেই সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে জবর দখল মুক্ত করতে বলা হয়েছে অপরদিকে কিছু দোকানদারকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এবং তিনি বলেন এর আগেও এই উচ্ছেদ অভিযানে নামা হয়েছিল তবে তারা আবার বসেছেন তিনি আরো বলেন আমরা সব সময় চাই যেন যবর দখল না হয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

এক বছরে তিনটি সিনেমায় ভারতীয় মুদ্রায় ২৫০০ কোটির রেকর্ড ব্যবসার মাইলফলক গড়লেন শাহরুখ খান

নয়া দিল্লি ঃ ২০২৩এর শেষ লগ্নে পৌঁছে পরিসংখ্যানের হিসাবে দেখা যাচ্ছে হিন্দি সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা শাহরুখ খান এক নতুন রেকর্ড গড়েছেন। চলতি বছরে তার মোট তিনটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। পাঠান, জওয়ান, ডানকি। তিনটি সিনেমা মিলিয়ে এক বছরে ভারতীয় মুদ্রায় ২৫০০ কোটির ব্যবসা দিয়েছেন শাহরুখ খান। বলিউডের নায়ক হিসাবে প্রথমবার কোনও অভিনেতা এই মাইলফলক গড়লেন। ২০১৮ সালে তার শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ছবি 'জিরো' বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে। এরপর দীর্ঘ চার বছরের বিরতি নেন শাহরুখ। তারপর ২০২৩ সালে ফিরে এসে পরপর দুটি ব্লকবাস্টার এবং একটি সুপারহিট সিনেমা উপহার দিলেন তিনি। চলতি বছর জানুয়ারিতে মুক্তি পায় সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত 'পাঠান'। মুক্তির প্রথম দিন থেকেই বক্স অফিসে ঝড় তোলে এই সিনেমা। অ্যাকশন অবতারে শাহরুখ খান ছিলেন এর চমক। বিশ্বজুড়ে সিনেমাটির মোট আয় হয়েছিল ভারতীয় মুদ্রায় ১০৫০ কোটির বেশি। এরপর সেপ্টেম্বরে মুক্তি পায় 'জওয়ান'। দক্ষিণী সিনেমার পরিচালক অ্যাটলির প্রথম হিন্দি কাজ, সঙ্গে শাহরুখ। চমক ছিল 'জওয়ান'-এর গল্পেও। এটি শুধুমাত্র শাহরুখের নতুন ধরনের অ্যাকশন সিনেমাই ছিল না। গল্পের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রাজনৈতিক বার্তাও ছিল। বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সত্যি ঘটনা (কৃষক আত্মহত্যা, চিকিৎসার দুরাবস্থা) গল্পের মধ্যে জুড়ে দিয়েছিলেন অ্যাটলি। বিশ্বজুড়ে এই সিনেমার মোট আয় ছিল ভারতীয় মুদ্রায় ১১৪৬ কোটি। সবশেষে ২১ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে 'ডানকি'। প্রযোজনা সংস্থা সূত্রে খবর, এখনও অবধি সিনেমাটি বিশ্বজুড়ে ভারতীয় মুদ্রায় ৩২৩.৭৭ কোটির ব্যবসা করেছে। রাজু হিরাণী ও শাহরুখ খানের যুগলবন্দী দর্শকদের পছন্দ হয়েছে। এই তিনটি সিনেমার ব্যবসা যোগ করলে দেখা যাবে, ২০২৩ সালে শাহরুখ খান একাই ২৫০০ কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করেছেন

২০২৩ সালে সংঘাতের বিশ্বে, চীনের তিনটি পরিচয়

বেইজিং ঃ চীন ইতোমধ্যে 'আরো প্রভাবশালী, সৃজনশীল এবং দায়ীত্বশীল বড় দেশ' হয়েছে। বুধ এবং বৃহস্পতিবার বেইজিংয়ে আয়োজিত সিপিসির বৈদেশিক কর্মকান্ড বিষয়ক কর্মসভায় এমন কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের 'চীনের রাজনীতিবিদ্যা ম্যাগাজিনে'র উপসম্পাদক জোসেফ গ্রেগরি মাহোনি'র মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, চীনের কূটনীতি আরো উন্মুক্ত, সক্রিয় এবং বিশ্বমুখী হচ্ছে।

এ সব মূল্যায়নকে বুঝতে ২০২৩ সালে চীন এবং বিশ্বের বিনিময় পর্যালোচনা সহায়ক হবে।

২০২৩ সালে বিশ্বের পরিস্থিতির দিকে তাকালে 'যুদ্ধ' নিঃসন্দেহে একটি প্রধান শব্দ।

এই বছর ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল পরিস্থিতি অবনতি হয়েছে, ২১ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। অন্যদিকে চলছে রুশ-ইউক্রেন সংঘর্ষ, যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছা মুশকিল। সুদানে ৭০ লাখেরও বেশি লোক সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণে গৃহহারা হয়েছে, ব্রিটিশ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের চলতি মাসে প্রকাশিত ডেটা দেখায় যে ২০২৩ সালে বিশ্বজুড়ে কমপক্ষে ১৮৩টি আঞ্চলিক সংঘাত ঘটেছে, যা গত ৩০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

সংঘাত এবং সংকটের মুখোমুখি হয়ে চীন যুদ্ধ বিরতির জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘর্ষকে উদাহরণ হিসেবে নিলে দেখা যায়, চীন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জোর দিয়ে বলেছে যে, এই সংঘর্ষ সমাধানের মৌলিক উপায় হল 'দুই-রাষ্ট্র সমাধান' বাস্তবায়ন করা। চীনা কর্মকর্তারা মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ সফর করেছেন। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পালাক্রমিক চেয়ারম্যান দেশ হিসেবে, চীন ফিলিস্তিন-ইসরায়েল ইস্যুতে ২৭১২ নম্বর প্রস্তাব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করেছে। চীন ফিলিস্তিনি এলাকায় মানবিক সহায়তাও দিয়ে আসছে।

২০২৩ সালে বিশ্বের অর্থনীতির পুনরুদ্ধার খুব দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। এমন বৈশ্বিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে, চীনের অর্থনীতির উন্নয়ন সুষ্ঠু এবং স্থিতিশীল। বছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে, চীনের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৫.২ শতাংশ, যা বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৃহত্তম ইঞ্জিন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই বছর চীনের সংস্কার ও উন্মুক্তকরণ নীতি চালু হওয়ার ৪৫তম বার্ষিকী। বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে এমন শিল্পের ক্যাটালগের নতুন সংস্করণের আনুষ্ঠানিক জারি থেকে শুরু করে ভোগ মেলা, পরিষেবা মেলা, চীন আন্তর্জাতিক আমদানি মেলার মতো আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন, তারপর চীনের সর্বসাম্প্রতিক অবাধ বাণিজ্য পাইলট অঞ্চল - চীন (সিনচিয়াং) অবাধ বাণিজ্য পাইলট অঞ্চল উন্মোচন করা পর্যন্ত, চীন বিশ্বের কাছে তার দরজা খুলে দিয়েছে। বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে এই বছর বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধিতে চীনের অবদান এক তৃতীয়াংশে পৌঁছে যাবে।

এই বছর 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' উদ্যোগ উত্থাপনের দশম বার্ষিকীও চিহ্নিত করেছে। বিগত ১০ বছরে, চীন প্রায় ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ আকর্ষণ করে ৩ হাজারের বেশি ব্যবহারিক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পক্ষের সাথে সহযোগিতা করেছে। তৃতীয় বেল্ট অ্যান্ড রোড আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শীর্ষ ফোরামে, চীন বিআরআইয়ের উচ্চমানের যৌথ নির্মাণকে সমর্থন করার জন্য আটটি পদক্ষেপের ঘোষণা করেছে।

ব্রিকস সহযোগিতা ব্যবস্থা ঘোষণা করেছে যে, আর্জেন্টিনা এবং মিশর সহ ছয়টি দেশকে নতুন সদস্য হিসাবে গ্রহণ করে ঐতিহাসিক সম্প্রসারণ অর্জন করেছে শাংহাই সহযোগিতা সংস্থা আবার তার সদস্য সংখ্যা বাড়িয়েছে আফ্রিকান ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে জি২০তে যোগ দিয়েছে এই বছরে, 'গ্লোবাল সাউথে'র প্রভাব আরো বড় হচ্ছে এবং বিশ্বকে বহুমেরুর দিকে বিকশিত হতে ঠেলে দিচ্ছে। ২০২৩ সালের শেষে, বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, চীন-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি বন্ধ হয় এবং স্থিতিশীল হয়। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে প্রায় চার ঘণ্টার দীর্ঘ আলোচনার ফলে ভবিষ্যতের জন্য 'সান ফ্রান্সিসকো ভিশন' উত্থাপিত হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিময় উন্নীত হয়েছে, সরাসরি ফ্লাইট বেড়েছে, এবং মানুষের বিনিময় আরও সুবিধাজনক হয়েছে। সান ফ্রান্সিসকো বৈঠকের পর বিশ্ব আরও স্থিতিশীল চীন-মার্কিন সম্পর্ক দেখতে পেরে খুশি, কারণ তা বিশ্বে নিশ্চিয়তা এবং স্থিতিশীলতা যোগ করেছে।২০২৩ সালে, চীন একটি বড় দেশ হিসাবে তার দায়িত্ববোধ প্রদর্শন করেছে। ২০২৪ সালে, চীন বিশ্বের সাথে আরও সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে যোগাযোগ করবে এবং মানবজাতির অভিন্ন কল্যাণের সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বের সাথে এগিয়ে যাবে।

২০২৪ সালে চীনের কৃষি, গ্রাম ও কৃষক সম্পর্কিত নানান কাজের পরিকল্পনা

বেইজিং ঃ চীন বড় একটি কৃষির দেশ আর প্রতি বছর প্রথম সরকারি দলিল সবসময় গ্রাম ও কৃষকদের সম্পর্কিত। তার মানে চীন এ কাজকে প্রথম স্থানে রাখে। ১৯-২০ ডিসেম্বর বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয় কৃষি, গ্রাম ও কৃষক বিষয়ক সিপিসি কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সম্মেলন। আগামি বছর গণ প্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর এবং চতুর্দশ পাঁচশালা পরিকল্পনা বস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর। তাহলে চীনের কৃষি, গ্রাম ও কৃষক সম্পর্কিত নানা কাজ কীভাবে করা যায়? আজকের অনুষ্ঠানে তা নিয়ে কথা বলবো আমরা। সম্মেলনে ২০২৪ সালে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ৬৫ বিলিয়ান কেজি হবে বলে উল্লেখ করা হয়। খাদ্যের নিরাপত্তা ১৪০ কোটি চীনা মানুষের জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কিত। ২০২৩ সালে চীনের খাদ্য উৎপাদন পরিমাণ ৬৯.৫ বিলিয়ান কেজি, যা টানা ৯ বছর ৬৫ বিলিয়ান কেজির উপরে রয়েছে। এ বছরে পূর্ব ও উত্তর পূর্ব চীনের বন্যা ও দেশের উত্তর-পশ্চিমে খরার প্রভাবে এমন বাম্পার ফসল উৎপাদন সত্যি সহজ কাজ নয়। চীনের বড় জনসংখ্যা আছে এবং খাদ্যের চাহিদাও বাড়ছে। বিশ্বব্যাপী কৃষি পণ্যের অনিশ্চয়তার মুখে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আর খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা, পরিমাণ বাড়াতে চাইলে প্রথমে চাষের জমির মান ও পরিমাণ নিশ্চিত করতে হবে। সম্মেলনে জোর দিয়ে বলা হয়, চাষের জমি সংরক্ষণ ও তৈরি জোরদার করা যাবে। তার পরিমাণ, গুণগতমান ও পরিবেশ তিন দিক থেকে চাষের জমিকে রক্ষা করতে হবে। ২০২৩ সালের প্রথম ১০ মাসে চীন মোট ৪০ লাখের বেশি হেক্টর উচ্চ মানের কৃষি জমি তৈরির কাজ শেষ করে। উচ্চ মানের কৃষি জমি দুর্যোগ প্রতিরোধের দক্ষতা আরও শক্তিশালি এবং তা খাদ্যের বাম্পার ফলন নিশ্চিত করতে বড় ভূমিকা পালন করবে। সম্মেলনে আরও বলা হয়, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা কৃষি, গ্রাম ও কৃষক সম্পর্কিত নানা কাজের মূল কর্তব্য। চলতি বছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে চীনের কৃষকদের মাথাপিছু নিষ্পত্তিযোগ্য আয় ১৫ হাজার ৭০৫ ইউয়ান, যা শহরের বাসিন্দাদের তুলনায় বৃদ্ধির গতি ২.৬ শতাংশ বেশি। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি হলে তাদের ভোগের দক্ষতাও বেশি হবে। এটি অভ্যন্তরীণচাহিদা বাড়ানোর জন্য উপকারী। আর তৃতীয় বিষয় হল ব্যাপক গ্রামীণ পুনরুজ্জীবন বাস্তবায়ন। সম্মেলনে এব্যাপার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেয়া হয়। যেমন গ্রামের পরিবেশ উন্নয়ন,শহরও গ্রামের উন্নয়ন সমন্বয়, গ্রামে সরকারি পরিষেবার মান উন্নযন করা ইত্যাদি।

শক্তিশালি একটি কৃষিদেশকে সমর্থন দিতে পারে বিজ্ঞানওপ্রযুক্তি। খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা রক্ষাসহ নানাকাজ বিজ্ঞানওপ্রযুক্তির উপর নির্ভর করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষিতে বিজ্ঞানও প্রযুক্তির অবদান৬২.৪ শতাংশএব চীনের সবফসলে ভালবীজের অনুপাত ৯৬শতাংশ বা তার চেয়েও বেশি। মূল কথা হল, খাদ্যশস্যের উৎপাদন পরিমাণ নিশ্চিত করা, কৃষকদের আয়বৃদ্ধিকরা এবং ব্যাপক গ্রামীণ পুনরুজ্জীবন বাস্তবায়ন করা, এটি হল আগামি বছরে চীনের কৃষি, গ্রাম ও কৃষক বিষয়ক কাজের লক্ষ্য। বড় কৃষি দেশ থেকে শক্তিশালি কৃষি দেশ হতে যাচ্ছে চীন। আর একবার একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করলে, চীন দ্রুত তা অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

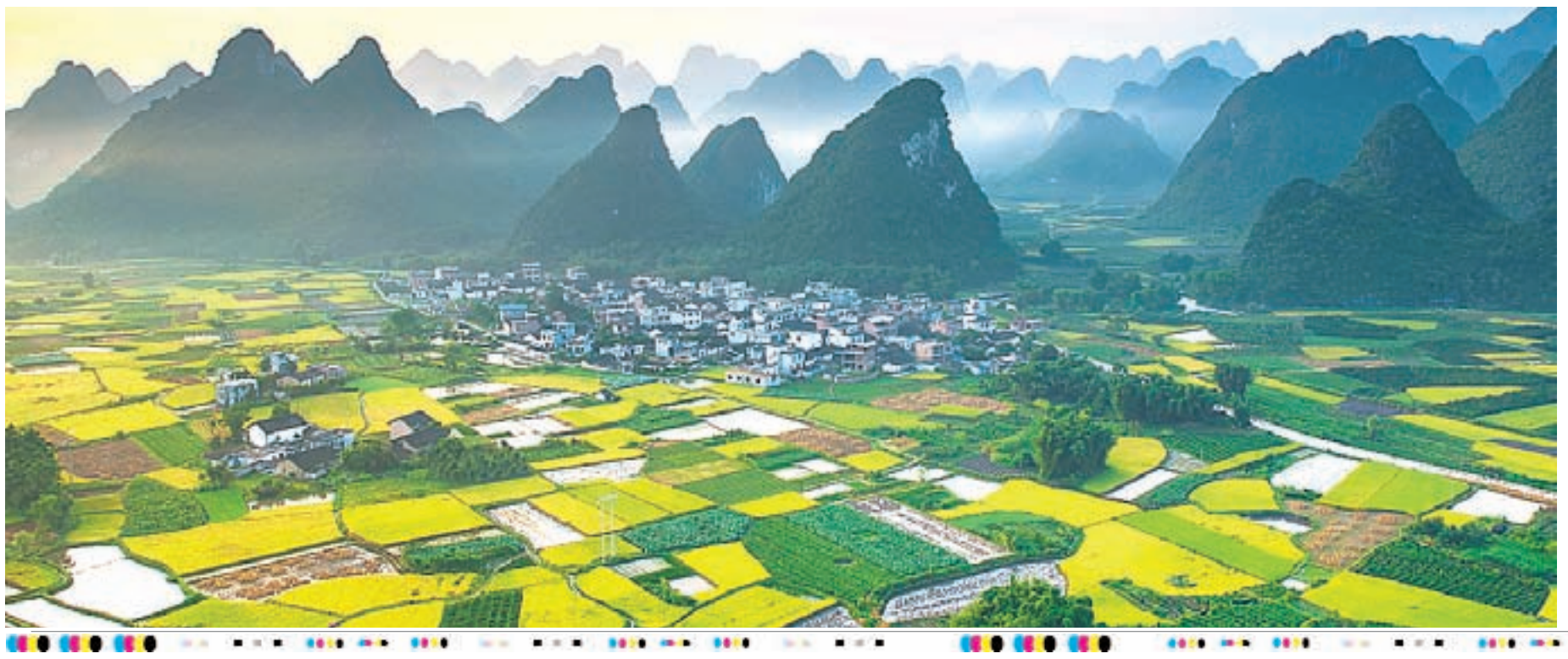

মজার উৎসব মাছধরা

বেইজিং ঃ উত্তর চীনের চিলিন প্রদেশে সম্প্রতি শুরু হয়েছে শীতকালীন মাছধরা উৎসব। চিলিন প্রদেশ এখন বরফে আবৃত। এখানকার সংইউয়ান সিটিতে রয়েছে বিখ্যাত ছাকান লেক। এটি চীনের অন্যতম বড় মিষ্ট জলের লেক।এখানে রয়েছে প্রচুর মৎস্য সম্পদ। শীতকালে বরফে জমে যায় পুরো লেক। দেখলে মনে হয় বরফঢাকা প্রান্তর। কিন্তু বরফের পুরু আস্তরণের নিচে কিছুটা পানি থাকে। স্থানীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এই বরফজমা ছাকান লেকের মাছ ধরার জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে। তারা বরফের আস্তরণ কেটে ফেলেন। সেই ছিদ্রর ভিতর দিয়ে জাল ফেলে মাছ ধরা হয়। ঘোড়ার সাহায্যে মাছভরা জাল টেনে তোলা হয়। এই মাছ ধরা উপলক্ষে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক উৎসব। ছাকান লেকে শীতকালীন মাছধরা উৎসব চীনের অবৈষয়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় রয়েছে ২০০৮ সাল থেকে। চলতি সপ্তাহে শুরু হওয়া '২২তম ছাকান লেক মাছ ধরা ও শিকার সাংস্কৃতিক পর্যটন উৎসব' দেখতে এসেছেন প্রচুর পর্যটক। এ বছর মাছধরা উৎসবের প্রথম দিনে ২০০০ মিটার জাল ব্যবহার করা হয়েছে মাছ ধরার জন্য। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে চাঙা হয়ে উঠেছে সংইউয়ান সিটির পর্যটন শিল্প। স্থানীয় হোম স্টে এবং গেস্ট হাউজগুলোতে পর্যটকরা এসেছেন। রেস্টুরেন্টগুলোতে পরিবেশিত হচ্ছে বিশেষ খাবার।

চীনে উচ্চস্তরের উন্মুক্তকরণ ঃ চ্যালেঞ্জ ও চালিকাশক্তি

বেইজিং ঃ ১৮ই ডিসেম্বর চীনা জনগণের জন্য একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৭৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর, চীনা সরকার সংস্কার ও উন্মুক্তকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং চীনে তখন থেকে বড় পরিবর্তন শুরু হয়। এর পর ৪৫ বছর হয়েছে। চীন আত্মউন্নয়নের জন্য বাইরের দুনিয়ার জন্য নিজের দরজা খুলে দেওয়ার পর, গভীরভাবে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একত্রিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বৃদ্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ নতুন চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। আর, বিগত কয়েক বছর ধরে, চীন 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' (বিআরআই) উদ্যোগের মাধ্যমে অন্যান্য দেশকে উন্নয়নের একই ধারায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। চীনের সংস্কার ও উন্মুক্তকরণের যাত্রা কিন্তু থেমে নেই, এগিয়ে চলেছে। উচ্চস্তরের উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে গভীরভাবে সংস্কার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া চীনের জন্য একাধারে চ্যালেঞ্জ ও উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। উন্নয়নের অভ্যন্তরীণ চালিকাশক্তি বাড়ানোর জন্য আমাদের অবশ্যই সংস্কার ও উন্মুক্তকরণ কার্যক্রমের ওপর নির্ভর করতে হবে, গভীর সংস্কার ও উচ্চস্তরের উন্মুক্তকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে, ক্রমাগত সামাজিক উৎপাদনশক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে, এবং সামাজিক জীবনীশক্তিকে উদ্দীপিত ও উন্নত করতে হবে। গত ১১ থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক কর্মসম্মেলনে এ দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে ঃ চীনে উচ্চস্তরের উন্মুক্তকরণ সম্প্রসারণএর কাজ কোন কোন খাতে হচ্ছে?

প্রথমত, সম্মেলনে প্রথম বারের মতো মধ্যবর্তী পণ্যবাণিজ্য সম্প্রসারণের কথা উল্লেখ করা হয়, যা প্রকৃত কার্যক্রমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ অংশটি অতীতে প্রায়শই উপেক্ষিত থাকতো। চীনে প্রযুক্তির উন্নতি এবং শিল্পে রূপান্তর ও অগ্রগতির সাথে সাথে, কিছু শিল্পের উৎপাদনলিঙ্কগুলো ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশে স্থানান্তরিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু চূড়ান্ত পণ্যের অংশ ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রে প্রক্রিয়াজাতকরণ করা যেতে পারে এবং এর মাধ্যমে শ্রমের একটি বৈশ্বিক বিভাজন হতে পারে। এতে আমদানি ও রপ্তানি আরও প্রসারিত হবে এবং আরও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করা যাবে। কিছু কিছু শিল্প বা শিল্পের অংশ অন্যান্য দেশে স্থানান্তর করাও যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পোশাক ও বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশ, ভিয়েতনামসহ অন্যান্য দেশে স্থানান্তর করা যেতে পারে। এতে একদিকে, শ্রমব্যয় সাশ্রয় করা যাবে এবং অন্যদিকে ইউরোপে ও যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে শুল্ক সুবিধা পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়ত, সম্মেলনে পরিষেবা বাণিজ্য, ডিজিটাল বাণিজ্য, এবং আন্তঃসীমান্ত ইকমার্স রপ্তানি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, চীনের আন্তঃসীমান্ত ইকমার্স রপ্তানি দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। গত পাঁচ বছরে তা ১৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তঃসীমান্ত ইকমার্স বিকাশের প্রবণতা ভালো এবং এর যথেষ্ট সম্ভাবনাও রয়েছে। সরকারি তথ্য অনুসারে, চীনের আমদানি ও রপ্তানির পণ্যবাণিজ্যে আন্তঃসীমান্ত ইকমার্সের অনুপাত ২০১৫ সালে ১ থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ৫ হয়। চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে, আন্তঃসীমা ইকমার্স আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১.৭ ট্রিলিয়ন ইউয়ান, যা গত বছরের তুলনায় ১৪.৪ বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী ৫ বছরে চীনের আন্তঃসীমান্ত ইকমার্স বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্র হয়ে উঠবে।

তৃতীয়ত, উচ্চস্তরের উন্মুক্তকরণ সম্প্রসারণএ টেলিযোগাযোগ ও চিকিৎসাসেবার মতো পরিষেবা শিল্পের বাজারে প্রবেশ সহজ করার ওপর জোর দিতে হবে। চীনের নিয়মকে অবশ্যই উচ্চমানের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে এবং আন্তঃসীমান্ত উপাত্ত প্রবাহ ও সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণের মতো সমস্যাগুলো আন্তরিকতার সাথে সমাধান করতে হবে। চীনকে অবশ্যই একটি বাজারভিত্তিক, আইনি, ও আন্তর্জাতিক প্রথমশ্রেণীর ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

চীনে বিগত ৪৫ বছর ধরে সংস্কার ও উন্মুক্তকরণ কার্যক্রমের দ্রুত বিকাশ ঘটেছে এবং চীনের অর্থনীতি শ্রমব্যবস্থার আন্তর্জাতিক শিল্পচেইনের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত হয়েছে। উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে সংস্কার ও উন্নয়নের প্রচার করা চীনের আধুনিকায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উচ্চস্তরের উন্মুক্তকরণ শুধুমাত্র চীনকে একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সফল দেশগুলোর মধ্যে একটি করে তুলবে না, বরং উচ্চমানের উন্নয়নের জন্য একটি বিশাল চালিকাশক্তিও সরবরাহ করবে।

সম্পাদকীয়

যুক্তরাষ্ট্রে 'ডাইনি খোঁজার' মতো আরব ও মুসলিমদের টার্গেট করা হচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পুরোমাত্রার কূটনৈতিক, অর্থনীতিক ও সামরিক সমর্থন নিয়ে ইসরায়েল ৮০ দিন ধরে ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় ২১ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। আইনবিশারদেরা ইসরায়েলের এই আগ্রাসনকে গণহত্যা বলছেন। তাঁরা বলছেন ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় আরও অজস্র যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ করে চলেছে। এ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের অন্য কোনো খানে যে ক্ষোভ জন্ম হচ্ছে সেটাকে বিপজ্জনকভাবে কালিমা লেপন করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনি মুক্তি আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে নীরবে বর্ণবাদকে অস্ত্র করে তোলা হচ্ছে। ইসলামভীতি ও ফিলিস্তিনবাদ বিরোধিতাকে উসকে দেয় এমন কথাবার্তায় প্ররোচিত হয়ে ফিলিস্তিন, আরব ও মুসলিম আমেরিকানদের নাগরিক অধিকার যেভাবে লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে, সেটি এক কথায় অভূতপূর্ব। এমনকি তাঁদের বিরুদ্ধে মারাত্মক সহিংসতার ঘটনাও ঘটছে। কিন্তু এই দলান্ধ দমনপীড়ন শুধু ফিলিস্তিন, আরব ও মুসলিমদের ওপরেই সীমাবদ্ধ নেই বরং এই আক্রমণ আমেরিকার একেবারে গোড়ার নৈতিক ও নাগরিক

মূল্যবোধগুলোর (আমেরিকান গণতন্ত্রের ভিতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত) ওপর হুমকি সৃষ্টি করছে। ইসরায়েলি গণহত্যার সমালোচনা করলে সেটিকে 'সেমেটিক-বিরোধী' এবং সহিংসতা অথবা সন্ত্রাসবাদে সমর্থন বলে চিত্রিত করা হচ্ছে। এসব কৌশল অবশ্য নতুন নয় কিন্তু এগুলো এখন এতটাই বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়েছে যে সেটি যেন 'ডাইনি খোঁজার' মতো ব্যাপার হয়ে উঠেছে। গত আড়াই মাস ধরে যুদ্ধ বন্ধ, অস্ত্রবিরতি, ফিলিস্তিনিদের সম অধিকার ও যুদ্ধাপরাধীদের জবাবদিহির আওতায় আনার দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোতে বড় প্রতিবাদ সমাবেশসহ নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। কিন্তু এসব কর্মসূচিকে ফিলিস্তিনবাদ সমর্থনের আঃেদালন হিসাবে চিত্রিত করার চেষ্টা চলছে। আবার ইসরায়েলি গণহত্যার সমালোচনা করলে সেটিকে 'সেমেটিকবিরোধী' এবং সহিংসতা অথবা সন্ত্রাসবাদে সমর্থন বলে চিত্রিত করা হচ্ছে। এসব কৌশল অবশ্য নতুন নয় কিন্তু এগুলো এখন এতটাই বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়েছে যে সেটি যেন 'ডাইনি খোঁজার' মতো ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ফিলিস্তিনি, আরব, মুসলিম আমেরিকান এবং অন্য যেকোনো পরিচয়ের যারা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থে পরিচালিত সহিংসতা ও ইসরায়েলের বর্ণবাদী নীতির বিরুদ্ধে কথা বলছেন, তাঁদের সবাইকেই নিশানা করা হচ্ছে। অক্টোবর মাস থেকে হাজার হাজার মানুষ এই মনস্তাত্ত্বিক দমনাভিযানের শিকার হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসে ছাত্র আন্দোলনকর্মীদের শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে। তাদের সংগঠনগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অনুমতি ছাড়াই তাদের তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। বিলবোর্ডে তাদের ছবি ও নাম প্রকাশ করে তাতে মিথ্যা তথ্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করা হয়েছে। যারা ইসরায়েলি গণহত্যার বিরোধিতা করছেন, তাঁদের চুপ করিয়ে দিতে নানাভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে, রাস্তায় ও অনলাইনে হয়রানি করা হচ্ছে। চাকরি বা কাজ হারানোসহ অর্থনৈতিক ক্ষতির মধ্যে পড়ছে তারা। এই শাস্তি শুধু অনলাইন পরিসর আর ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতেই সীমাবদ্ধ নেই। আমেরিকার ক্ষমতার সরণিতেও সেটি ছড়িয়ে পড়েছে। নভেম্বর মাসে মার্কিন কংগ্রেসের শুনানিতে 'প্রত্যক্ষদর্শীদের' বয়ানে মিথ্যা অভিযোগ আনা হলো যে, নিবন্ধনকৃত দাতব্য সংস্থাগুলো (আমেরিকান মুসলিমস ফর প্যালেস্টাইন বা এএমপি, আমেরিকানস ফর জাস্টিস ইন প্যালেস্টাইন অ্যাকশন বা এজেপি অ্যাকশন ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোকে 'সমর্থন জোগাচ্ছে'। এই মিথ্যা অভিযোগে দিয়েই তারা থেমে থাকল না, পুরোপুরি অবাস্তব দাবি করে বসল যে এসব সংস্থা 'ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার ডাক' দিয়েছে। ইসরায়েলের নৃশংসতার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের যেসব সদস্য কথা বলেছেন, শুনানির সময় তাদের নাম উচ্চারণ করে দুয়োধ্বনি দেওয়া হয়। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত কুৎসা ও মিথ্যা তথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা এক জিনিস কিন্তু কংগ্রেসে যদি মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়, তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা মৌলিকভাবেই কঠিন।

জানা অজানা

চোখজুড়ানো নীলকণ্ঠ বাইক আনছে রয়্যাল এনফিল্ড

বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় বাইক সংস্থা রয়্যাল এনফিল্ড। মোটরসাইকেলের উপর কারুকার্য করে চোখ জুড়ানো কাস্টম বাইক বানিয়ে থাকে একাধিক সংস্থা। তেমনই একটি অপূর্ব কাস্টম মোটরসাইকেল রয়্যাল এনফিল্ড নীলকণ্ঠ। রয়্যাল এনফিল্ড ইন্টারসেপ্টার ৬৫০-এর উপর বানানো হয়েছে এই নীলকণ্ঠ। এরই মধ্যে এই বাইকের লুক সোশ্যাল মিডিয়ায় মুগ্ধ করেছে বহু রাইডারদের। ২০১৯ সালে প্রথম এই মোটরসাইকেল সামনে আনে সংস্থা। ব্যাগার মোটরসাইকেলের মতো দেখতে রয়্যাল এনফিল্ড নীলকণ্ঠ। বাইকের সামনের ও পিছনের লুক এটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। এতে রয়েছে ২৩ ইঞ্চি অ্যালয় হুইল, কাস্টমাইজড হেডল্যাম্প, ফুয়েল ট্যাংক এবং ইঞ্জিন গার্ড।

রয়্যাল এনফিল্ড নীলকণ্ঠ সিঙ্গেল সিটের সঙ্গে আসে। পিছনের সিটের জন্য অল্প একটু জায়গা যদিও রয়েছে। তবে বাইকের পিছনের দুই দিকেই রয়েছে বড় দুটি ব্যাগার। এতে যে ইঞ্জিন রয়েছে তা সর্বোচ্চ ৪৭ হর্সপাওয়ার এবং ৫২ এনএম টর্ক উৎপন্ন করতে পারে।

রয়্যাল এনফিল্ডের এমন প্রচুর বাইক রয়েছে যা কাস্টমাইজড করে শোরুমে আনা হয়। শৌখিন বাইক প্রেমীরা সেই মোটরসাইকেলগুলো কিনতে পিছুপা হন না। আসলে এই ধরনের বাইক সংগ্রহের মাধ্যমে আলাদাই তৃপ্তি পান তারা। এই কাস্টম রয়্যাল এনফিল্ড ইন্টারসেপ্টার ৬৫০ কিনতে খরচ করতে হবে ভারতে ১৬ লাখ টাকা। যা বাইকের রেগুলার মডেলের তুলনায় ১৩ লাখ টাকা বেশি।

সমানে সমান লড়াইয়ে থমকে আছে ইউক্রেন যুদ্ধ

হাসান ফেরদৌস
প্রাবন্ধিক

ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের ৬৭৪ দিন পেরিয়েছে গতকাল শুক্রবার। ভাবা হয়েছিল, পশ্চিমা সাহায্যপুষ্ট ইউক্রেন ২০২৩ সালে নভেম্বর ডিসেম্বরে শীত জেঁকে বসার আগেই সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে যাবে। কিন্তু তার সেই পাল্টা হামলা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়নি। উল্টো অর্থ ও সমরাস্ত্রের অভাব সেখানে এতটাই প্রকট হয়ে উঠেছে যে, কোনো কোনো মহলে বলা শুরু হয়েছে, রাশিয়াকে কাবু করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মহলে, বিশেষত ইউরোপীয় মিত্রদের অনেকে বলতে শুরু করেছে, ইউক্রেনের উচিত হবে একটা সম্মানজনক শান্তিচুক্তি করার জন্য এগিয়ে আসা।

অন্যদিকে মস্কোও যে খুব বেশি স্বস্তিতে আছে, তা কিন্তু নয়। যুদ্ধের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ২০২২ সালের আগে যে ইউক্রেনীয় ভূমি রাশিয়া দখল করেছিল, সেখানেই তারা থমকে আছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় দেশ, অনেক লোকলস্কর তাদের, অনেক সহজেই তার ইউক্রেনকে কাবু করার কথা। সেই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে মস্কো এখন ভাবছে, যতটুকু হাতানো গেছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই শ্রেয়। মনে হচ্ছে আপাতত মস্কোর লক্ষ্য যুদ্ধক্ষেত্রে অচলাবস্থা টিকিয়ে রাখা। এই যুদ্ধ যত দীর্ঘস্থায়ী হবে, পশ্চিমা জোটের রুশবিরোধী অবস্থান তত শিথিল হবে। জোটের সদস্যদের মধ্যে এই অসন্তোষকে আরও উসকে দেওয়ার জন্যই সম্ভবত মস্কো ইঙ্গিত দিয়েছে, ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে তারা আগ্রহী। শান্তির ব্যাপারে তাদের আগ্রহের অবশ্য অন্য কারণ, এই যুদ্ধে মস্কোর অভাবনীয় ক্ষয়ক্ষতি। সে কথায় পরে আসছি।

রাশিয়ায় পাল্টা হামলা চালিয়ে ইউক্রেন সুবিধা করতে না পারলেও রাশিয়ার অগ্রগতি থামিয়ে দিতে পেরেছে। তাদের এখন অর্থ ও সমরাস্ত্রের অভাব। রাশিয়ারও অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষয়ক্ষতি কম নয়। পুতিন ইউক্রেনের দখল করা এলাকা ধরে রেখে যুদ্ধের সমাপ্ত চান। তবে আগামী মার্কিন নির্বাচন পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ টেনে নিতে বদ্ধপরিকর। কারণ, ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে যুক্তরাষ্ট্রই যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নেবে।

ইউক্রেনের পাল্টা হামলা কেন ব্যর্থ

সমরবিশেষজ্ঞরা এখন বলছেন, ইউক্রেন যে তার সামরিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়নি, তার দুটি মুখ্য কারণ রয়েছে। প্রথমত, অবাস্তব সম্ভাবনার কথা বলে ইউক্রেন দেশের ভেতরে ও বাইরে কল্পিত সাফল্যগীতি ফেঁদেছিল, যার ফলে রুশ হামলা মোকাবিলায় লক্ষণীয় সাফল্য সত্ত্বেও অনেকের মনে এই যুদ্ধে তার বিজয়ের ব্যাপারে সন্দেহ জেগেছে। এই সন্দেহ বিশেষত সেসব পশ্চিমা সমর্থকের মধ্যে বেশি, যারা ইউক্রেনে নিজেদের 'বিনিয়োগের' দ্রুত ফায়দা পেতে উদ্‌গ্রীব।

দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার সফল প্রতিরোধব্যূহ। গত বছরের গোড়ার দিকে বিপর্যয়ের পর মস্কো তার রণকৌশল দ্রুত বদলে নেয়। অতিরিক্ত ইউক্রেনীয় জমি দখলের পরিবর্তে যে জমি তারা দখল করেছে, সেটার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ রক্ষায় তারা মনোযোগ দেয়। নতুন সেনাপ্রধান জেনারেল ভ্যালেরি গেরাসিমভের নেতৃত্বে রাশিয়া তিন স্তরে প্রতিরোধব্যূহ গড়ে তোলে। এর অন্যতম ছিল অগ্রবর্তী সীমান্ত বরাবর মাইন বিছিয়ে একটি প্রায় অপ্রতিরোধ্য প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ। এই দেয়াল টপকানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ইউক্রেনকে ব্যাপক সামরিক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে, কিন্তু রুশ বাহিনীকে টলানো যায়নি।

ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনীর প্রধান ভ্যালেরি জালুঝনি নিজে সম্প্রতি ইকোনমিস্ট সাময়িকীতে এক দীর্ঘ রচনায় ও সাক্ষাৎকারে এই ব্যর্থতার সবিস্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মোদ্দা বক্তব্য হলো, রাশিয়াকে মোকাবিলার জন্য যে সামরিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তিগত সমর্থন তাঁদের প্রয়োজন, সেটা তারা পায়নি। ইউক্রেনের প্রধান সমস্যা দুর্বল বিমান প্রতিরক্ষা। দিচ্ছি দেব বলে অনেক কথা বলা হলেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে অত্যাধুনিক সমরবিমান তাঁরা পাননি। ইউক্রেনের ন্যাটো সমর্থকদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত গোলাবারুদ না পাওয়ায় তাঁদের সেনাবাহিনীর পক্ষে অর্থপূর্ণ পাল্টা হামলা চালানো সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া সীমিত লোকবল ও প্রশিক্ষণের অভাবেও তাঁদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছে।

জালুঝনি স্বীকার করেছেন, মার্কিন সামরিক সাহায্য ব্যবহার করে তাঁরা রাশিয়ার অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে পেরেছেন এটা সত্য। কিন্তু বর্তমানে তাদের কাছে যে সমরাস্ত্রের রসদ রয়েছে, তা দিয়ে রাশিয়াকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়।

এ পর্যন্ত সীমিত সামরিক শক্তি নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেন যে সাফল্য পেয়েছে, সেটাও কম নয়। যুদ্ধটা চলছে সাবেকি কায়দায়, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দুই পক্ষ যেমন একে অন্যের মুখোমুখি লড়াই করত, সেই রকম। এই যুদ্ধে যার লোকবল ও রসদ বেশি, জয় তারই হওয়ার কথা। এই কায়দায় তার পক্ষে জয় সম্ভব নয় বুঝতে পেরে ইউক্রেন নজর দিয়েছে প্রধানত ড্রোন ও তথ্যপ্রযুক্তির ওপর। এই কাজে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে তাদের।

যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পাওয়ার পর রাশিয়ার অভ্যন্তরে হামলার ঘটনাও বেড়েছে অনেক। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, রাশিয়ার নৌবাহিনীর ওপর হামলায় তাদের নাটকীয় সাফল্য। ফরাসি ক্রুজ ও মার্কিন প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ইউক্রেন এ পর্যন্ত কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার নৌবহরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছে। এই সপ্তাহেই ক্রিমিয়ায় অবস্থানরত রুশ অবতরণতরি নভোচেরকাস্ককে তারা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। মস্কো নিজে স্বীকার করেছে, তাদের বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ইউক্রেনের জন্য বড় সমস্যা হচ্ছে অর্থের টানাটানি। যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রধান ঢাল, তারাই অর্থ ও অস্ত্র জুগিয়ে এই লড়াইকে সমানে সমান করে রেখেছে। এখন তাদের সেই অর্থের জোগান ফুরিয়ে এসেছে। রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অনুরোধ অনুযায়ী অনুদান জোগাতে অস্বীকার করেছে। হাঙ্গেরির আপত্তির কারণে ন্যাটোর কাছ থেকেও থোক অনুদান আর আসছে না। ওয়াশিংটনভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ার কোনো রাখঢাক ছাড়াই বলেছে, ইউক্রেনে পশ্চিমা সাহায্য বন্ধ হলে রাশিয়ার জয় অবধারিত।

সুবিধাজনক অবস্থায় রাশিয়া

নিজের ভবিষ্যৎকে বন্ধক দিয়ে যুদ্ধে নেমেছে রাশিয়া। শুধু পরাশক্তি হিসেবে নিজের স্থান পোক্ত হওয়াই নয়, এই যুদ্ধের ফলাফলের ওপর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও নির্ভর করছে। এই যুদ্ধে তার প্রতিপক্ষ শুধু ইউক্রেন নয়, পুরো পশ্চিমা বিশ্ব। পুতিন অহংকার করে বলতেই পারেন, এত এত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এখনো তিনি কেবল দাঁড়িয়েই নেই, লড়াইয়ে তিনি জিতেও আছেন।

কিন্তু এই আপাত জয়ের মূল্য কী? রাশিয়ার কাছ থেকে সে সত্য আদায়ের উপায় নেই, সেখানে সবই কর্তার ইচ্ছায় কাজ। ফলে আমাদের সত্য খুঁজতে নির্ভর করতে হচ্ছে পশ্চিমা সূত্রের ওপর।

মার্কিন তথ্যানুসারে, গত ২২ মাসে এ পর্যন্ত ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার প্রায় ৩ লাখ ২৫ হাজার সৈন্য হতাহত হয়েছে। ট্যাঙ্ক খোয়া গেছে প্রায় ২ হাজার ২০০, সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস হয়েছে যুদ্ধপূর্বকালে মজুত গাড়ির দুই তৃতীয়াংশ। এই অভাবনীয় ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও রাশিয়ার লোকবলে বা অস্ত্রবলে খুব কমতি পড়েছে, তাও মনে হয় না।

মস্কো গত বছর ১৫ লাখ নতুন সৈন্য সংগ্রহের ঘোষণা দেয়। জেলখানার দাগি আসামি এনেও সেনাঘাটতি মেটানোর চেষ্টা হয়েছে, যদিও তাদের অধিকাংশ 'কামান খাদ্যে' পরিণত হয়েছে। পুরো অর্থনীতিকে সমর উপযোগী করে গড়ে তোলায় পশ্চিমের তুলনায় অনেক দ্রুত গোলাবারুদ ও সাঁজোয়া বহর যুদ্ধের ময়দানে পাঠানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ইরান ও উত্তর কোরিয়া থেকেও মস্কো বিস্তর গোলাবারুদ ও ড্রোন সংগ্রহ করেছে।

তারপরও এই যুদ্ধ সামলাতে রাশিয়াকে বড় রকমের ধাক্কা খেতে হয়েছে। দেশটির রাজনীতি ও অর্থনীতি সবকিছুর কেন্দ্রেই যুদ্ধখাত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্লোগান, 'সবকিছু যুদ্ধের জন্য', রাশিয়ায় আবার তা ফিরে এসেছে। রাশিয়ার প্রস্তাবিত পরবর্তী বাজেট অনুসারে, আগামী বছর মোট রাজস্ব আয়ের এক তৃতীয়াংশ বা প্রায় ১০ হাজার ৯০০ কোটি মার্কিন ডলার যুদ্ধ খাত বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে। এর ফলে যুদ্ধ হয়তো সামাল দেওয়া যাবে, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে রাশিয়ার অর্থনীতি চরম সংকটে পড়বে।

ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ায় রাশিয়ার চলতি বাণিজ্যের ৮০ শতাংশই এখন চীন, ভারত ও ইরানকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে পারে না। বিশ্বব্যাংক বলছে, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে ২০২২ সালে রাশিয়ার অর্থনীতি ২ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছে। ২০২৩ সালে অর্থনীতির এই নিম্নগতি বাড়বে বৈ কমবে না। অথচ যুদ্ধের আগে ভাবা হয়েছিল, দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ হারে বাড়বে।

রাশিয়া তেল গ্যাস রপ্তানির ওপর টিকে আছে। সেই জ্বালানি রপ্তানির পরিমাণ গত বছর এক চতুর্থাংশ হ্রাস পেয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পরপরই যুক্তরাষ্ট্রের তাগিদে পশ্চিমে রক্ষিত রাশিয়ার প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার আটকে দেওয়া হয়। এখন কথা চলছে, এই অর্থ ইউক্রেনকে তার ভাঙা অর্থনীতি জোড়া লাগাতে অনুদান হিসেবে দিয়ে দেওয়া হবে।

নতুন ভাবনা

ফুটবলের ভাষায় বলতে গেলে যুদ্ধের চলতি যে হাল, তা হলো 'ড্র' (সমান সমান)। দুই পক্ষই ১-১ গোলে থমকে আছে। এই অবস্থা থেকে সরে আসার জন্য মস্কো ও ওয়াশিংটন দুই পক্ষই নতুন কৌশল অনুসরণের কথা ভাবছে।

নিউইয়র্ক টাইমস এর এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বেশ কয়েক মাস ধরেই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বিভিন্ন সূত্রে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে যুদ্ধ যেখানে থমকে আছে, সেই সীমান্ত বরাবর যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে তিনি আগ্রহী। এটি অবশ্য নতুন প্রস্তাব নয়, গত বছর ইউক্রেনের নাটকীয় সাফল্যের পর মস্কো থেকে এই একই প্রস্তাব এসেছিল। ইউক্রেন অবশ্য সে প্রস্তাব আসামাত্রই তা বাতিল করে দেয়। হারানো জমি পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন, সে কথা বিবেচনা করে বাইডেন প্রশাসন ভিন্ন কৌশল অনুসরণের কথা ভাবছে। পেন্টাগনের যুদ্ধবিশেষজ্ঞেরা বলছেন, পাল্টা আক্রমণের বদলে ইউক্রেনের উচিত হবে আত্মরক্ষামূলক রণকৌশল গ্রহণ করা। ইতিমধ্যে যে জমি তারা উদ্ধার করেছে, উচিত হবে তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

মার্কিন ওয়েব পত্রিকা পলিটিকোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে কোনো শান্তি আলোচনায় ইউক্রেনের অবস্থা যাতে দুর্বল না হয়, সে জন্য এই পথ পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। প্রশাসনের একজন মুখপাত্রের কথা উদ্ধৃত করে পত্রিকাটি জানিয়েছে, যে যাই বলুক, এই যুদ্ধের সমাপ্তি যুদ্ধের ময়দান নয়, আলাপ আলোচনার টেবিলেই হতে হবে।

নতুন বছরে অর্থাৎ ২০২৪ সালেই ইউক্রেন যুদ্ধ পরিণতির দিকে যাবে এ কথা কেউ কেউ বলছেন। যুদ্ধের ময়দানে নয়, ময়দান থেকে বহুদূরে যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, এমন মানুষ অথবা সরকারের সিদ্ধান্তেই সম্ভবত সেই পরিণতি নির্ধারিত হবে। এই অসম্পৃক্ত ব্যক্তিদের একজন হলেন আগামী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির সম্ভাব্য প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ক্ষমতায় এলে এক দিনে তিনি যুদ্ধ থামিয়ে দেবেন।

অনুমান করি, প্রেসিডেন্ট পুতিন সেই হিসাব মাথায় রেখে যেভাবেই হোক আগামী নভেম্বরে মার্কিন নির্বাচন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

সাময়িকী

২০২৪ সাল যেভাবে যুদ্ধে ইউক্রেনের জন্য সুযোগ নিয়ে আসতে পারে

স্টিফেন উলফ
প্রাবন্ধিক

ইউক্রেনে রাশিয়ার সর্বাত্মক আগ্রাসনের প্রায় দুই বছর হতে চলল। এখন পর্যন্ত কোনো এক পক্ষের সামরিক বিজয়ের কোনো আলামতই দেখা যাচ্ছে না।

কোনো মীমাংসা ও যুদ্ধবিরতির লক্ষণও দৃশ্যমান নয়। কিয়েভ কিংবা মস্কো দুই পক্ষের কেউই তাদের যুদ্ধলক্ষ্যের সঙ্গে আপস করতে চায় না। আবার সেই লক্ষ্যে কীভাবে তারা পৌঁছাবে, তারও পরিষ্কার কোনো পথ তাদের সামনে খোলা নেই।

২০২২ সালের শেষ দিকে যুদ্ধের ভরকেন্দ্র ইউক্রেনের দিকে হেলে গিয়েছিল। ইউক্রেনীয় বাহিনী সফল পাল্টা আক্রমণে উত্তরাঞ্চলের খারকিভে বিশাল আয়তনের ভূমি পুনরুদ্ধার করেছিল। এ আক্রমণে দক্ষিণাঞ্চলের খেরসন থেকে রাশিয়া তাদের সেনাদের সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই রাশিয়া প্রতীকী তাৎপর্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সোলেদার (২০২৩ সালের জানুয়ারি) ও বাখমুত (২০২৩ সালের মে মাসে) দখলে নেয়। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, বিশেষ করে জনবল ক্ষয়ের বিনিময়ে রাশিয়া এই দুটি জয় অর্জন করে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে ক্রেমলিন তার সংকল্প ও সক্ষমতার প্রদর্শন করে। এরপরেই জুনে ইউক্রেনের বহুল প্রত্যাশিত পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়েছিল। কিন্তু পরিকল্পনামাফিক সেই অভিযান মাঠে গড়াতে অনেক সময় গড়িয়ে যায়। ইউক্রেনের এবারের পাল্টা আক্রমণে আগের বছরের মতো সাফল্য পাওয়া যায়নি। ফলে বছর শেষে রাশিয়ার কাছ থেকে খুব সামান্য ভূমি নিজেদের অধিকারে নিতে পেরেছে ইউক্রেন। সার্বিক যুদ্ধের বিবেচনায় স্থলের চেয়ে বরং সমুদ্রে ইউক্রেনীয় বাহিনী বেশি সফলতা পেয়েছে। কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার নৌশক্তিকে খর্ব করে দিতে পেরেছে তারা। ফলে রাশিয়া তাদের নৌঘাঁটি ক্রিমিয়া থেকে তাদের মূল ভূখণ্ডে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে সবচেয়ে তীব্র লড়াইটা চলছে দনবাস অঞ্চলে। এ লড়াইয়ে কিছু অঞ্চল নিজেদের দখলে নিতে পেরেছে রাশিয়া। ইউক্রেনের তুলনায় রাশিয়া জনবলে শ্রেষ্ঠ। এ ছাড়া ইউক্রেনের অস্ত্র ও গোলাবারুদের মজুতেও টান পড়েছে। ফলে যুদ্ধে এখন রাশিয়া সুবিধা করতে পারছে। ২০২৪ সালেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। রাশিয়ার আক্রমণ ও ভূমি দখল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাটাই এখন ইউক্রেনীয় বাহিনীর জন্য সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হবে। এ ধরনের রক্ষণাত্মক অবস্থান নিতে পারলে ইউক্রেন নিজেদের সামরিক ও রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার এবং যুদ্ধ শেষ করার জন্য নতুন কৌশল প্রণয়নের সময় পাবে। এই বাস্তবতা ইউক্রেনকে ভবিষ্যতে পাল্টা আক্রমণে যেতে সমস্যায় ফেলবে। একই সঙ্গে রাশিয়ার দিক থেকে নতুন আক্রমণের ঝুঁকি তৈরি করবে। এখন ক্রেমলিনের দিক থেকেও তাদের আক্রমণ অভিযানে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। শিগগিরই বড় কোনো সফলতা আসবে, সে রকম কোনো নমুনা দেখা যাচ্ছে না। যাহোক, এই স্থিতিবস্থাকে ব্যবহার করে রাশিয়া এখন তাদের যুদ্ধ অর্থনীতি স্ফীত করতে পারে। উত্তর কোরিয়ার মতো মিত্রের কাছ থেকে আরও অস্ত্র আমদানিও করতে পারে। ১৪ ডিসেম্বর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাঁর বার্ষিক ভাষণে বলেছেন, ইউক্রেনকে 'নাৎসিমুক্ত, নিরস্ত্রীকরণ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র' করার অভীষ্ট অর্জন না হওয়া পর্যন্ত শান্তি আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির পক্ষে এ ধরনের কিছু মেনে নেওয়া কঠিন। এটি তিনি সংবাদ সম্মেলনে স্পষ্ট করেছেন। জেলেনস্কি বলেছেন, ন্যায়সংগত ও টেকসই শান্তির জন্য তাঁর দেওয়া ১০ দফার ফর্মুলাই একমাত্র সমাধান। তবে জেলেনস্কি স্বীকার করেন, সংঘাত কবে শেষ হবে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা তার জানা নেই। জেলেনস্কির পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্র কুলেবা ও মুখ্য সচিব আন্দ্রি ইয়েরমাক জনসমক্ষে কথা বলার সময় ইউক্রেনীয়দের বিজয়ের ব্যাপারে বেশ উচ্চকিত। সাম্প্রতিক জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, ৭৫ শতাংশ ইউক্রেনীয় এখন পর্যন্ত রাশিয়ার সঙ্গে শান্তির বিনিময়ে এক ইঞ্চি ভূমি ছাড় দিতে রাজি নন।

পাঠকের চিঠি

আমরা সবাই উপদেশ দিতে চাই কিন্তু উপদেশ মেনে চলতে চাই না

বর্তমান সময়ে টিভি খুললে অথবা স্মার্ট ফোন খুললে হাজার হাজার বাবা,সাধ্বী, সাধু সন্ন্যাসী,কথাবাচক,কীর্তনীয়া,মৌলবী, ফকির,পাদ্রী ঘন্টার পর ঘন্টা উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু নিজেরা সে উপদেশ গুলোকে নিজেদের জীবনে পালন করতে পারছেন না।একজন গুরু ও কথাবাচক,মৌলবী ও পাদ্রী নিজের কথা ও নিজের ভাব কে বড় করে দেখাচ্ছেন আর অন্য লোকের সমালোচনা করছেন,তাদের ছোট করছেন ও প্রানখুলে নিন্দা করছেন।সেই সব বিদ্যাবাগীশ,কথাবাচক ও কীর্তনীয়ারা কারো ছোঁয়া খান না,কারো রান্না খান না,তাদের থাকার ঘর,শোয়ার ঘর আলাদা চাই,তাদের রান্না করার বাসন নুতন চাই,বিছানা পত্র নুতন চাই।সেই সব বাবাজীরা আসরে ও প্যান্ডেলে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের বড় বড় কথা বলছেন অথচ তারাই আবার গোপনে প্রেম করছেন,অনাচার ব্যভিচার করছেন,প্রেম করে বিয়ে করছেন,মানুষ কে বোকা বানিয়ে টাকা লুটছেন।তারাই সমাজে হিংসা ও ঘৃণা ছড়াচ্ছেন। তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, চাপরাস অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশ না পেলে কেউ লোক শিক্ষা দিতে পারে না।দিলেও তার কথার জোর হবে না বা তার কথা কেউ নিবে না।তাই যারা মহাপুরুষ বা অবতার পুরুষ তাঁরা আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখান।চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ছিলেন অথচ তিনি নিজের নাম নিজে করেছেন লোক শিক্ষার জন্য।কেমন করে হরিনাম করতে হয় তা তিনি নিজে করে জগৎ কে শিক্ষা দিয়ে গেছেন সেজন্য তাঁর কথার এতো জোর। ঠাকুর রামকৃষ্ণ অবতার বরিষ্ঠ অথচ তিনি মা মা বলে পাগল হয়েছিলেন।কেমন ব্যাকুল হয়ে ডাকলে মাকে পাওয়া যায় তা তিনি নিজে করে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।যত মত তত পথ শুধু মুখে বলেন নি সব ধর্ম পথ ও মতে সাধনা করে ও সিদ্ধিলাভ করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তবে তাঁর কথার এতো জোর।স্বামী বিবেকানন্দ যত্র জীব তত্র জীব বলে ক্ষান্ত হন নি সেবার কেন্দ্র বেলুড় মঠ তৈরি করে মানব সেবা কিভাবে করতে হয় তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তবে তাঁর কথার এতো জোর।আজকাল দুটো ধর্মের বই পড়ে আমরা সবাই উপদেশ দিতে চাই কিন্তু উপদেশ নিতে চাই না।আমি শিক্ষক,আমি প্রফেসর,আমি ধর্ম গুরু সব জিনিষ জেনে বসে আছি আমাকে কে শিক্ষা দেবে আমিই উল্টো সবাই কে শিক্ষা দেবে এর নাম অহংকার।ঠাকুর তাই বলেছেন,,শেখার কোনো শেষ নেই,শেখার কোনো বয়স নেই।সখী যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।তাই অপর কে শিক্ষা দিতে গেলে আগে নিজেকে তা পালন করতে হবে,অপরকে জ্ঞান দিতে গেলে আগে নিজেকে তা আচরণ করতে হবে।নইলে ঠাকুরের কথায়,, হেগো গুরুর পেদো শিষ্যের হবে ও লোক হাঁসি হবে।

সুনীল কুমার দে , পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

প্রদেশ কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সম্মেলনে হতাশ সাংসদ গৌরব গগৈ, লবি কেন্দ্রিক রাজনীতি ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিহার করার জন্য দলীয় সতীর্থদের প্রতি আহ্বান

দল এবং নেতার ভুল রয়েছে বলেও স্বীকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কংগ্রেস দলের প্রতি জন সদস্যের প্রতি আহ্বান জানালেন সাংসদ গৌরব গগৈ। তিনি বলেন লবি কেন্দ্রিক রাজনীতি পরিত্যাগ করতে হবে। একইভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে গিয়ে দলের জন্য কাজ করতে হবে অন্যথায় বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। নির্বাচনে ভালোভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারলে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দলীয় সংঘাতের কথা জনসমক্ষে মেনে নেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দল এবং নেতার ভুল রয়েছে বলেও স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের মাছখোয়া প্রাগজ্যোতি আইটিএ সাংস্কৃতিক প্রকল্পের প্রেক্ষাগৃহে শুক্রবার অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সংখ্যালঘু বিভাগের অধীনে অসম সংখ্যালঘু অভিবর্তন কার্যসূচির আযোজন করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সাংসদ গৌরব গগৈ নিজের মতামত তুলে ধরে বর্তমান দলের পরিস্থিতি সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার মধ্যেই তার এই হতাশা জনসমক্ষে প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে বিভিন্ন দলের মধ্যে আসন কেন্দ্রিক সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেসে বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রের টিকেট সংক্রান্তে দলীয় নেতাদের মধ্যে সংঘাত চলছে। তবে শুধুমাত্র লোকসভা কেন্দ্রের টিকেট সংক্রান্ত নয় অন্য বহু বিষয় নিয়ে বর্তমান দলটিতে এক চাপা মতানৈক্য ঘিরে রেখেছে। ফল এবার সুযোগ বুঝে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের পাশে বসিয়ে দলীয় সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে নানা পরামর্শ তুলে ধরেছেন তিনি।

সাংসদ গৌরব গগৈ বলেন কার সঙ্গে কার সম্পর্ক ভালো কিংবা কার সঙ্গে কার সম্পর্ক খারাপ এই সব বিষয় ভুলে যেতে হবে। কারণ কংগ্রেসের ঘরের ভিতরের অবস্থা বর্তমান ভালো নয়। ফলে কংগ্রেস দলটি পরবর্তীকালে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে তাহলে ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হয়ে উঠবে। তিনি বলেন কিছু নেতার ভুল রয়েছে। একই সঙ্গে দলের কিছু ব্যক্তির ভুল রয়েছে। শুধু এটাই চিন্তা স্বয়ং কি পেয়েছেন এবং কি পাননি। দলের সঙ্গে এত বছর থাকার পরেও সেই মর্যাদা পাওয়া যায়নি। এই ধরনের চিন্তাভাবনা দলে রয়েছে। তবে সত্য কথা বলতে গেলে এই ধরনের চিন্তাভাবনা থাকলে কংগ্রেস কোনদিনও বিজেপির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। ফলে বিজেপির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে ভালোভাবে এইসব বিষয় ভুলে যেতে হবে বলে বলে দৃঢ় সুরে মন্তব্য করেছেন তিনি।

লোকসভার উপ দলপতি বলেন ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিহার করতে হবে। লবি কেন্দ্রিক রাজনীতি থেকেও দূরে থাকার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। তিনি বলেন এই পরিস্থিতিতে যদি নিজেদের মধ্যেই সংঘাত, মতানৈক্য চলতে থাকে কিংবা নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবে বিভাজিত হয়ে থাকলে যেভাবে সাধারণ মানুষকে সেবা করা উচিত সেটা করা সম্ভব হবে না। এমনকি এই পরিস্থিতিতে দলকেও শক্তিশালী করা যাবে না। ফলে নিজের কথা ভুলে গিয়ে দলের জন্য চিন্তা করতে হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন সাংসদ গৌরব গগৈ। এদিনেরই সংখ্যালঘু সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা সহ দলের শীর্ষস্থরের নেতারা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া, উপদলপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হোসেন, সাংসদ আব্দুল খালেক, সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ সহ দলের প্রতি জন বিধায়ক, প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন বিভাগের সভাপতি সম্পাদকসহ অন্যান্য শীর্ষস্থরের নেত্রী বর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বহু প্রত্যাশিত ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি করে আলফা সুখী বলে স্বীকার সংগঠনটির বৈদেশিক সচিব শশধর চৌধুরীর

সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াকে আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো তার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে তিনি ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবেন সেই আশা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কেন্দ্রীয় সরকার, অসম সরকার এবং আলোচনা পন্থী আলফার মধ্যে এক ঐতিহাসিক ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নতুন দিল্লির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তিন পক্ষের মধ্যে এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পরেশ বড়ুয়ার সঙ্গে আলোচনার পথ প্রশস্ত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে ২৫ বছর সেনাধ্যক্ষের অধীনে একসঙ্গে কাজ করার পর পরেশ বড়ুয়াকে আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো তার পক্ষে সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন সংগঠনটির বৈদেশিক সচিব শশধর চৌধুরী। তবে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবেন সেই আশা ব্যক্ত করে এই ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি করে আলোচনা পন্থী আলফা সুখী বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

নতুন দিল্লিতে শুক্রবার এক নজিরবিহীন শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ঐতিহাসিক দলিলে স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার, অসম সরকার এবং আলোচনা পন্থী আলফার মধ্যে স্বাক্ষরিত এই ঐতিহাসিক চুক্তির মাধ্যমে অসম প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ পেতে সক্ষম হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে আরো তিনটি সেতু, গুয়াহাটি মহানগরে আইআইএম, আর্কিটেকচার ইউনিভার্সিটি, নতুন জাতীয় সড়ক, নতুন রেললাইন, রেলওয়ে কোচ ফ্যাক্টরি ইত্যাদি বহু বিষয় এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া জমির অধিকার, অসমের বন্যার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় অগ্রাধিকার, ভাঙ্গন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রেও এই চুক্তিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এনআরসির বিষয়টি চুক্তিতে লিপিবদ্ধ থাকলেও যেহেতু এটা বর্তমান বিচারাধীন বিষয় ফলে এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর দিল্লী প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে আলোচনা পন্থী আলফার বৈদেশিক সচিব শশধর চৌধুরী এবং সংগঠনটি সাধারণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া এক্ষেত্রে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। এই সম্পর্কে শশধর চৌধুরী বলেন স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তির ফলে আলফা সুখী। সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট। শূন্য স্থিতি থেকে আলোচনা শুরু করে তারা এই শান্তি চুক্তি পর্যন্ত এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলে আলোচনা পন্থী প্রত্যেক আলফা সদস্যকে সারা জীবন ধরে কারাগারে থাকতে হতো। এই চুক্তির মাধ্যমে অসম প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ পেয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বহু প্রকল্প এই চুক্তির অধীনে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

আলোচনা পন্থী আলফার বৈদেশিক সচিব শশধর চৌধুরী বলেন ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত অসমীয়দের জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচের দাবি জানিয়েছিল আলফা। সাংবিধানিক রক্ষাকবচের কোনো সংজ্ঞা নেই। সংবিধানেও এর উল্লেখ নেই। এরপর রাজ্যের তথা বাইরের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা পন্থী আলফার কেন্দ্রীয় কমিটি বিস্তারিত আলোচনা করেছে। অবশেষে এই আলোচনার মাধ্যমে এটাই নির্ধারিত হয়েছে যে বিধানসভা কেন্দ্রগুলো অসমীয়া দের হাতে থাকতে হবে। তিনি বলেন বলেন এর পরবর্তীকালে রাজ্যে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আলফা দাবি ছিল আশি শতাংশ আসন ভূমিপুত্র দের দখলে আসতে হবে। অন্যথায় চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবে না আলফা। তবে এই ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে খতিয়ে দেখে জানা গেছে ৭৬ শতাংশ বিধানসভা কেন্দ্র ব্রহ্মপুত্র দের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তাছাড়া যেহেতু ১২ বছর সম্পূর্ণ হয়েছে। এবার এই ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ায় সম্মত না জানালে আরো পাঁচ বছর অতিক্রম করলে হয়তো এই প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে আর হবেই না। এরপর যেটা বর্তমান রয়েছে সেটাও হাতছাড়া হবে। অবশেষে ক্ষেত্রে আলফা সম্মত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

শশধর চৌধুরী বলেন ইতিমধ্যে ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে রাজ্যের ৯৪ টি বিধানসভা কেন্দ্র ভূমিপুত্র দের দখলে আনা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া ভারতীয় হিন্দু বাঙালিদের দখলে এসেছে প্রায় ১১ টি বিধানসভা কেন্দ্র। তাছাড়া এই চুক্তিতে স্বাক্ষরিত শর্ত অনুযায়ী ভবিষ্যতের ডিলিমিটেশনের ক্ষেত্রে একই প্রক্রিয়া অনুধাবন করা হবে যেই প্রক্রিয়ার অধীনে বর্তমানের ডিলিমিটেশন সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি একটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে অন্য একটি বিধানসভা কেন্দ্রে নাম অন্তর্ভুক্তি করার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে অবৈধ প্রবজনকারী দের আগ্রাসন প্রতিরোধ করা সম্ভব পরে উঠবে। একইভাবে জমির অধিকারের ক্ষেত্রে বর্তমান বেদখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারের ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ সংক্রান্ত এই চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শশধর চৌধুরী।

তিনি বলেন বর্তমান অধিকাংশ আলোচনা পন্থী আলফার কেন্দ্রীয় সদস্যদের ৬০ বছরের কাছাকাছি। ফলে তাদের জন্য সরকারি চাকরি অথবা অন্যান্য সংস্থাপনের বিষয় সম্ভবপর নয়। যাদের ৬০ বছর হয়নি কিংবা যারা ২০ কিংবা ২৫ বছর বয়সে সংগঠনের যোগদান করেছেন তাদের বর্তমান ৩২ কিংবা ৩৭ বছর হয়েছে। তবে বহু সদস্য শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে রয়েছে। তারা যে চাকরি করবেন সেটার মানসিকতা তাদের নেই। তবে বহু সদস্য বর্তমান এস্টাব্লিশড হয়েছেন। কিন্তু যারা এখনো এস্টাবলিস্ট হতে পারেননি তাদের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। তাদেরকে বর্তমান সরকারের তরফে একটি আর্থিক প্যাকেজ দেওয়া হবে। তাছাড়া সরকার যে তাদের ভাতা দিয়ে আসছে সেটা তিন বছর পর্যন্ত দিতে হবে। এর মাধ্যমে তারা এস্টাব্লিশড হতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে বল মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। শশধর চৌধুরী বলেন তবে ভুটানের ৯ জন নিরুদ্দেশ আলফার পরিবারের সদস্যদের সরকারি চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইতিমধ্যে আশ্বাস দিয়েছেন।

আলোচনা পন্থী আলফা সদস্যরা রাজনীতি কিংবা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী নন বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন সংগঠনটির বৈদেশিক সচিব শশধর চৌধুরী। তিনি বলেন আগামী এক মাসের মধ্যে আলোচনা পন্থী আলফা সংগঠনটি ভঙ্গ করে দেওয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে একটি কমিটি থাকবে যেটা সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অন্যদিকে আলোচনার ক্ষেত্রে আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াকে আহ্বান জানানো প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া। তিনি বলেন যতদূর তার বিশ্বাস পরেশ বড়ুয়া এই চুক্তির সমর্থন করবেন। তাছাড়া আলোচনা পন্থী আলফা যেটা সরকার থেকে আনতে পারেনি সেটা তিনি আনতে সক্ষম হবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। আলোচনা পন্থী আলফা যতটুকু পাওয়ার সেটা আলোচনার মাধ্যমে পেয়েছে। এবার রাজ্যবাসী স্বার্থে যদি পরেশ বড়ুয়া বাকিটুকু আনতে পারেন তাহলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের উন্নতি হবে বলে উল্লেখ করেছেন অনুপ চেতিয়া।

RASHTRIYAKHABAR.COM

টুকরো খবর

বেলা বাড়লেও সূর্যের দেখা নেই জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়িতে। বেলা বাড়লেও সূর্যের দেখা নেই জলপাইগুড়িতে। হাল্কা কুয়াশার চাদরে মোড়া জলপাইগুড়ি। সামনেই বড়দিন এবং নতুন বছর। শীতের আমেজ জলপাইগুড়িতে। কনকনে ঠান্ডায় শীতের কাপড়, টুপি মোজা, জ্যাকেট, চাদর, সোয়েটার পরে রাস্তায় মানুষজনেরা। কয়েকদিন ধরেই জলপাইগুড়ির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রীর আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। দুপুরের দিকে হালকা রোদের দেখা মিললেও সকালে এবং সন্ধ্যার পর থেকে হারকাপানো ঠান্ডা অনুভব হচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়েই।

ডিম কে ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল

ফুলবাড়ি ঃ ডিম কে ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল। ডিম খাওয়ার পর শুরু হয় পেটে ব্যাথা।যেকারনে আতঙ্কে ভুগছেন এক যুবক।ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঞ্চনবাড়ির নীচপাড়ার ঘটনা। অসীম বিশ্বাস নামে এক যুবক বৃহস্পতিবার এলাকার পার্শ্ববর্তী একটি দোকান থেকে পাঁচটি ডিম কিনে আনেন। দুটি ডিম সেদ্ধ করার পর একটু অন্যরকম মনে হলেও খেয়ে ফেলেন তিনি। খাওয়ার কিছুক্ষণ বাদেই তার পেটে ব্যথা শুরু হয়। যদিও ওষুধ খাওয়ার পর ব্যথা কমে যায়।আজ সকালে ফের বাকি তিনটি ডিম সেদ্ধ করে দেখেন প্লাস্টিকের মতো মনে হচ্ছে। প্রতিবেশীদের বিষয়টি দেখালে তারাও প্লাস্টিকের ডিম বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন। যুবক জানান, ডিমের কুসুম সাধারণ ডিমের থেকে বেশি লাল। এছাড়া আগুনে দিলে সেই ডিম পুড়ে যাচ্ছে এবং প্লাস্টিকের গন্ধ বের হচ্ছে।

দমদমের ইন্দিরা ময়দানে এই বইমেলার আয়োজন

দমদমঃ ১১ তম বইমেলার উদ্বোধন হলো দমদমে। দমদমের ইন্দিরা ময়দানে এই বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে। এবারই প্রথম এই বইমেলার দায়িত্ব পেয়েছেন দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, এই দায়িত্ব পেয়ে দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধনের দিন পুরো মেলা জুড়ে যে কর্মকাণ্ড করেছেন তাতে আগামী দিনগুলো বিশেষ করে মেলা যে কদিন চলবে তাতে মানুষের ঢল যে নামবেই সে কথা সবাই বলতে পারে। এই মেলায় প্রায় ৩৯ টি স্টল দেওয়া হয়েছে এবং এই বই মেলা চলবে ২৩ শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। বইমেলার উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক আবুল বাসার ছিলেন সাংসদ সৌগত রায় এবং বিধায়ক ব্রাত্য বসু এবং আরো স্বনামধন্য সাহিত্যিকরা। উপস্থিত ছিলেন গিল্ডের কর্তা ত্রিদীপ চ্যাটার্জিও। দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের তিনি ১৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়লাভ করেন জনপ্রিয় এই কাউন্সিলর কে বাইরে রাখা নির্বাচনের আগে যে ঠিক নয় সেটা দল শেষ মুহূর্তে বুঝতে পেরেছে তা স্বীকারও করে নিয়েছেন ব্রাত্য বসু। সৌগত রায় এই বইমেলার উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে তাই জানিয়ে দেন উচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা হয়েছে বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে খুব শীঘ্রই যারা দলের বাইরে কোন কারণে আছেন তাদেরকে লোকসভা নির্বাচনের আগে দ্রুত দলে যোগদান করাতে হবে। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ শুধু যে বইমেলার আসর তা নয় সেজে উঠেছে এক অনবদ্য সাজে। পুরনো কলকাতার স্মৃতি কে তুলে ধরা হয়েছে এই ইন্দিরা ময়দানে হাতে টানা রিকশা থেকে রানার সবই রয়েছে এখানে টুকরো টুকরো পুরনো কলকাতার কোলাজ এই ইন্দিরা ময়দানে এলে দর্শকরা দেখতে পাবেন উপরি পাওনা অবশ্যই বই।

৭৭৩টি পরীক্ষাকেন্দ্রে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চলেছেন মোট ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৫৪ জন চাকরিপ্রার্থী

কলকাতা ঃ আজ প্রাথমিক টেট। রাজ্যজুড়ে মোট ৭৭৩টি পরীক্ষাকেন্দ্রে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চলেছেন মোট ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৫৪ জন চাকরিপ্রার্থী। এই নিয়ে পরপর দু'বছর টেট হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে, প্রাথমিকের মোট ১১,৭৬৫টি আসন খালি রয়েছে। সেই আসনগুলিতে নিয়োগ হবে। এদিন রবিবার বেলা ১২টা থেকে শুরু হবে প্রাথমিক টেট।চলবে দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত।সকাল সাড়ে ৯টা থেকে১১টা পর্যন্ত ঢুকতে পারবেন তাঁরা।চেতলা গার্লস, বাগবাজার মাল্টিপারপাস, শিয়ালদহ টাকি বয়েজ, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, দমদমের কুমার আশুতোষ ইন্সটিটিউশন কলকাতার এই পাঁচটি পরীক্ষাকেন্দ্রে টেটে অংশগ্রহণ করার কথা প্রায় ২২০০ পরীক্ষার্থীর। এছাড়াও রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেইটেট হবে।কিন্তু, নিয়মিত টেট হলেও নিয়োগ হচ্ছে না বলে অভিযোগ চাকরিপ্রার্থীদের। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসেও টেট হয়েছিল। সেবার প্রায় দেড় লক্ষ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন বটে, কিন্তু আইনি জটে নিয়োগ সম্ভব হয়নি। তবে আইনি জট কেটে নিয়োগ হবে বলেই আশাবাদী পরীক্ষার্থীরা. টেট পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ১২ টা থেকে। পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রবেশ শুরু হবে সকাল সাড়ে নটা থেকে সকাল ১১ টা পর্যন্ত তারপর আর পরীক্ষার্থীরা প্রবেশ করতে পারবেন না।রাজ্যের মোট ৭৭৩টি কেন্দ্রে টেট হবে। কলকাতায় পাঁচটি কেন্দ্র হবে। শিয়ালদা টাকি বয়েজ। কোনরকম প্লাস্টিক দ্রব্য ইলেকট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়া যাবেনা।

জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কারেকশনাল হোমের কর্মীরা সান্তা ক্লজ হয়ে ওঠেন, শিশুদের মধ্যে উপহার বিতরণ করেন

জলপাইগুড়ি ঃ প্রতিবারের মত এবারো ছোট ছোট শিশুদের মুখে হাসি ফুটাতে আর তাদের হাতে বড়দিনের উপহার তুলে দিতে জলপাইগুড়ির অলিগলি থেকে শুরু করে রাজ পথে সান্তা ক্লোজের বেশে পথে নামলেন সেনপাড়ার বাসিন্দা তপন রায়। ৪২ বছর বয়স তাঁর তিনি পেশায় সরকারি চাকুরীজীবি । এক সময় বর্ধমানের রামপুর হাটে সংশোধনাগারের কর্মী ছিলেন । বর্তমানে তিনি জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের হিরো ওয়ার্কার । তপন বাবু চাকুরীজীবি হলেও তাঁর মন থেকে মুছে যায় নি শখ আহ্লাদ । ২৫ শে ডিসেম্বর বড় দিন। এদিন প্রভু যিশুর জন্মদিন এই জন্মদিনে মানুষের মাঝে শান্তির বার্তা বয়ে দিতে শান্তা ক্লজ সেজেছেন তিনি। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন এলাকার পাড়ায় পাড়ায় শিশুদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেন এবং বড়দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আর শুধু শিশুদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়াই নয়। ছোটদের সাথে যেমন জিঙ্গল বল, জিঙ্গল বল, মিউজিকের তালে কোমর দুলে নেচে আনন্দ দিলেন তেমনি মাইক হাতে তাদের স্কুল জীবনের লেখা পড়া বিষয়ে দিলেন উপদেশ। এবিষয়ে তপন বাবু বলেন, আজকে ২৫ শে ডিসেম্বর বড়দিন। যিশুর জন্মদিন। প্রতিবারের মত এবারও শিশুদের আনন্দ ও বড়দের শুভেচ্ছা জানাতে শান্তা ক্লোজেরর বেশে পথে নেমেছি।প্রভু যিশুর কাছে প্রার্থনা করি। পৃথিবীতে সবাই সুন্দর ও সুস্থ থাকুক কামনা করি। সোমবার তিনি তার জলপাইগুড়ির সেনপাড়ার বাড়ি থেকে বের হয়ে ভিভিন্ন অলি গলির পর রায়কতপাড়া অনাথ আশ্রম, জলপাইগুড়ির কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার, কোরক হোম হয়ে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন চার্চেও যান যিশু ভক্তদের মধ্যে সময় কাটিয়ে শিলিগুড়ির অন্যান্য চার্চের উদ্যেশ্য রওনা দেন পরে ইসলামপুরে গিয়ে তার এই বড়দিনের কর্মসূচি শেষ করেন বলে তিনি জানান।

শীতে কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে কী করবেন?

রাঁচি ঃ শীত আসতেই শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন কমবেশি সবাই। এ সময় সর্দিকাশির পাশাপাশি বাড়ে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে পাইলস, ফিসচুলা, লার্জ ইনটেস্টাইন টিউমার, ডায়াবেটিস, এমনকি থাইরয়েডের সমস্যাও হতে পারে বলে দাবি করছেন বিশেষজ্ঞরা। অস্বাস্থ্যকর খাবার ও অনিয়মিত জীবনযাপনের কারণে পেটের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগতে হয়। যার ফলে অসম্পূর্ণ মলত্যাগ হয়ে থাকে। আপনার শরীর কতটা সুস্থ তা নির্ভর করে ঠিকমতো মলত্যাগ হচ্ছে কি না তার উপর। পেটের বিভিন্ন গলোযোগের কারণে নিয়মিত পেট পরিস্কার হয় না। যার প্রভাব পড়ে শরীরের উপর। আর তখনই দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন ধরনের রোগ শরীরে বাসা বাঁধে। মার্কিন চিকিৎসক টড সিনেট, ডিসি তার 'দ্য গুড শট' নামক বইয়ে উল্লেখ করেছেন, 'আপনার শরীর কতটা সুস্থ তা নির্ভর করে হজক্ষমতার উপরে'। তিনি তার বইয়ে ৭টি উপায়ের কথা বলেছেন, যার মাধ্যমে পেট পরিস্কার হবে নিয়মিত। পরিমিত খাবার খেলে শরীর খাবার হজম করার সময় পায়। যদি আপনি সারাদিন একটু পর পরই খান তাহলে আপনার পরিপাকতন্ত্র যথেষ্ট সময় পাবে না হজম করার। এজন্য নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী খাবার খেতে হবে।

ফাইবারজাতীয় খাবার খেতে হবে ঃ ডা. সিনেট জানান, পেট পরিস্কার রাখতে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে ফাইবারজাতীয় খাবার খাওয়ার বিকল্প নেই। দিনে ২৫-২৮ গ্রাম ফাইবার গ্রহণ করতে হবে। অন্যদিকে আপনি যদি কম ফাইবারজাতীয় খাবার খেয়ে পেট ভরান, তাহলে সেসব খাদ্য হজম হতে অনেক সময় লাগে। ফলে মলত্যাগ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পেট পরিস্কার রাখতে ফাইবার, প্রোটিন ও ভালো চর্বিজাতীয় খাবার খেতে হবে।

স্বাস্থ্যকর চর্বি গ্রহণ করুন ঃ অনেক সময় ভালো ফ্যাটের উৎসগুলোও আমরা ক্ষতিকর ভেবে পরিহার করি। যেমন ঘি, মাখন, খাসির মাংস, ডিম, বাদাম, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি। ডা. সিনেটের মতে, স্বাস্থ্যকর চর্বি পেট পরিস্কার রাখতে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে থাকে। আর এমন ফ্যাটজাতীয় খাবার খেলে শরীরের অতিরিক্ত ও ক্ষতিকর চর্বিও দূর করা যায়।

পর্যাপ্ত জল পান করুন ঃ জলের অপর নাম জীবন কথাটির সঙ্গে সবাই নিশ্চয়ই একমত। শরীর সুস্থ রাখতে প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল পান করার বিকল্প নেই। দৈনিক পর্যাপ্ত জল পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে জলদি মুক্তি মেলে। এতে হজমব্যবস্থা উন্নত হয়। শরীরের ক্ষতিকর টক্সিন দূর হয়।

প্রোবায়োটিক গ্রহণ করুন ঃ

প্রোবায়োটিক খাবার খেলে অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়ে। ফলে খারাপ ব্যাকটেরিয়াগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। এ কারণে প্রোবায়োটিক গ্রহণ করলে পেট পরিস্কার হয়। প্রোবায়োটিক হলো বিশেষ এক প্রকার উদ্ভিজ ফাইবার, যা অন্ত্র বা কোলনের মধ্যের উপকারী ব্যাকটেরিয়াকে পুষ্টি প্রদান করে। এজন্য কলা, ওটস, পেঁয়াজ, রসুন,টকদই, আপেল, পনির, ডার্ক চকলেট, ডুমুর, সয়া দুধ ইত্যাদি খেতে পারেন। বিশেসজ্ঞদের মতে, টানা তিনদিনের বেশি পেট পরিস্কার না হলে অথবা মলত্যাগের সময় অসুবিধা হলে, মল শক্ত হয়ে গেলে তৎক্ষণিক ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উঠিত।

অধিনায়ক হয়েই মাঠে ফিরছেন হাসারাঙ্গা

কোলম্বো ঃ অবশেষে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ফিরছেন! চোটের কারণে ফর্মের চূড়ায় থাকতে মিস করেছেন এশিয়া কাপ ও ভারতে হওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপ মিস করার দুঃখ হয়তো সহজেই ভোলা সম্ভব নয় হাসারাঙ্গার। তবে যেভাবে আবার ক্রিকেটে ফিরছেন, তাতে আক্ষেপ কিছুটা হলেও কমতে পারে। শ্রীলঙ্কার টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হিসেবেই ফিরছেন এই স্পিনার। জানুয়ারিতে জিম্বাবুয়ে সিরিজ দিয়ে নতুন ভূমিকায় মাঠে নামবেন হাসারাঙ্গা। অন্যদিকে বিশ্বকাপে দাসুন শানাকার চোটে আপৎকালীন দায়িত্ব পাওয়া কুশল মেন্ডিসই শ্রীলঙ্কার ওয়ানডে অধিনায়ক থাকছেন। দুই সংস্করণেই সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন চারিত আসালাঙ্কা। অধিনায়কত্ব না থাকলেও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রাথমিক দলে আছেন শানাকা। এই ডিসেম্বরেই জাতীয় দলের জন্য নতুন নির্বাচক কমিটি ঘোষণা করেছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। সাবেক বাঁহাতি ব্যাটসম্যান উপুল থারাঙ্গাকে চেয়ারম্যান করে গঠিত এ কমিটিতে আছেন চারজন-অজন্তা মেন্ডিস, ইন্ডিকা ডি সরম, থারাঙ্গা পারানাভিতানা ও দিলরুয়ান পেরেরা। এ ছাড়া এক বছরের চুক্তিতে ক্রিকেট পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সনাৎ জয়াসুরিয়া। নতুন এই নিয়োগের পর এটাই শ্রীলঙ্কার প্রথম সিরিজ। ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কাকে ৪১ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৬৯টি ওয়ানডে খেলা শানাকা। যেখানে লঙ্কানদের জয় ২৩ ম্যাচে। এই ২৩ ম্যাচে শানাকার ব্যাটিং গড় ১২.০৫। আর বল হাতে নিয়েছেন মাত্র ১২ উইকেট। আর সব মিলিয়ে ৪১ ম্যাচে শানাকার ব্যাটিং গড় ২০.৩৯। মোট রান ৬৭৩। বল হাতে নিয়েছেন ১৭ উইকেট। আর অধিনায়কের দায়িত্ব ছাড়া বাকি ২৮ ম্যাচে শানাকার গড় ২৬.৫৬, উইকেট ১০টি। বোঝাই যাচ্ছে, কেন অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে শানাকাকে। টি-টোয়েন্টিতে ৪৮ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে শানাকার অধীনে শ্রীলঙ্কার জয় ২২ ম্যাচে। হাসারাঙ্গা চোটে পড়েন চলতি বছরের আগস্টে, সর্বশেষ লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে(এলপিএল)। সেই টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হাসারাঙ্গা টুর্নামেন্টের প্লে-অফ ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েন। যে কারণে খেলতে পারেননি এশিয়া কাপেও। এরপর বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা থাকলেও ২৬ বছর বয়সী অলরাউন্ডার পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় মধ্যে আবার চোটে পড়েন। যে কারণে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেও তাঁকে বিশ্বকাপে পায়নি শ্রীলঙ্কা, যা শ্রীলঙ্কার জন্য বড় ধাক্কা হয়ে আসে। হাসারাঙ্গা ২০২১ ও ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন। এই সংস্করণে ৫৮ ম্যাচে ৯১ উইকেট নেওয়া এই ক্রিকেটার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বরাবরই ভয়ংকর। সেই তুলনায় ওয়ানডেতে ছিলেন ম্লান। এই ধারণাটা মুছে ফেলার জন্যই ওয়ানডে সংস্করণের এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে পারফর্ম করার প্রয়োজন ছিল তাঁর। সেই পথেই এগোচ্ছিলেনও। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নিয়েছিলেন ২২ উইকেট। তবে শেষ পর্যন্ত চোটের কারণে সেটা আর হয়নি।

‘ভারত সবচেয়ে কম সাফল্য পাওয়া দলগুলোর একটি’ ঃ ভন

লন্ডন ঃ ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় সমালোচকদের একজন মাইকেল ভন। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক সুযোগ পেলেই ভারতীয় দলকে ধুয়ে দেন। সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে পরশু দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ইনিংস ব্যবধানে হারার পর আবারও ভারতের সমালোচনা করেন ভন। তাঁর মতে, ক্রীড়াবিশ্বে ভারত সবচেয়ে কম সাফল্য পাওয়া দলগুলোর একটি।

২০২৩-২৪ মৌসুমের জন্য সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার ফক্স ক্রিকেটের ধারাভাষ্য প্যানেলে যুক্ত হয়েছেন ভন। অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তানের মধ্যে চলমান টেস্ট সিরিজ দিয়েই তিনি কাজ শুরু করেছেন। গতকাল মেলবোর্ন টেস্টের চতুর্থ দিনে মধ্যাহ্নভোজ বিরতির সময় ফক্স ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত সেঞ্চুরিয়ন টেস্ট নিয়েও আলোচনা হয়। সে আলোচনা পর্বের সঞ্চালক ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ব্যাটসম্যান মার্ক ওয়াহ।

টিভি স্ক্রিনে ওই ম্যাচের সংক্ষিপ্ত স্কোর দেখাতেই ভন ওয়াহকে প্রশ্ন করেন, ‘আপনার কি মনে হয় না বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারত সবচেয়ে কম সাফল্য পাওয়া দলগুলোর একটি?’ জবাবে ওয়াহ হাসতে হাসতে বলেন, ‘আমি চাপে পড়ে গেলাম। এ প্রশ্ন আমাকে কেন করছেন? আপনার কী মনে হয়, কেন (ভারতের অর্জন কম)?’

ভারত যে গত এক দশকে কোনো বৈশ্বিক শিরোপা জেতেনি, ভন তাঁর পরের মন্তব্যের মাধ্যমে সেটাই মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘দেখুন না, সাম্প্রতিক সময়ে ওরা কিছুই জেতেনি। ওদের নাকি এত প্রতিভা এত দক্ষতা, অথচ সর্বশেষ কবে ওরা (বড়) কিছু জিতেছিল মনে করতে

পারেন? ওরা অস্ট্রেলিয়ায় সর্বশেষ দুটি সিরিজ (২০১৮-১৯ ও ২০২০-২১ বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি) জিতেছে। চমৎকার ব্যাপার। কিন্তু গত কয়েকটি বিশ্বকাপে ওদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। না ওয়ানডে বিশ্বকাপে, না টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। আমার তো মনে হয় ওদের অর্জন খুব কম।’

১৯৯২ সালে মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের নেতৃত্বে প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ খেলেছে ভারত। এবার খেলছে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে। আফ্রিকার দেশটিতে এই ৩১ বছরে নয়বার টেস্ট সিরিজ খেলে একবারও জিততে পারেনি ভারত।

সে প্রসঙ্গ টেনে ভন বলেছেন, ‘তোমরা বারবার দক্ষিণ আফ্রিকায় যাও। সেখান কী করতে হবে, ভালো করেই জানার কথা। তোমাদের এত প্রতিভা আছে এত সম্পদ আছে, তবু ভালো পারফরম্যান্স উপহার দিতে পারো না।’

ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলা হচ্ছে না কোয়েৎজির

সেঞ্চুরিয়ন ঃ কেপটাউনে আগামী ৩ জানুয়ারি সিরিজে দ্বিতীয় টেস্টে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত। শ্রোণিতে প্রদাহের কারণে ম্যাচটি খেলতে পারবেন না দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার জেরাল্ড কোয়েৎজি। দক্ষিণ আফ্রিকা এখনো তাঁর বদলি খেলোয়াড় হিসেবে কারও নাম ঘোষণা করেনি।

সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্টে এই চোট পান কোয়েৎজি। ইনিংস এবং ৩২ রানের জয়ে সেই টেস্ট জিতে দুই ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেছে প্রোটিয়ারা। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার বিবৃতিতে বলা হয়, সেঞ্চুরিয়নে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ‘বোলিংয়ের সময় (চোট) আরও গুরুতর হয়।’ শুক্রবার স্ক্যানের পর ২৩ বছর বয়সী এ পেসারের চোটের ব্যাপারে নিশ্চিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। স্বাগতিকদের টেস্ট দলের কোচ কনরাড সুকরি ‘প্রাথমিক সতর্কতা’ হিসেবে কোয়েৎজিকে স্কোয়াডের বাইরে রেখেছেন। তবে আগামী ১০ জানুয়ারি শুরু হতে যাওয়া এসএ ২০ (ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট) টুর্নামেন্টে কোয়েৎজি খেলতে পারবেন কি না, সেটি এখনো নিশ্চিত নয়। তৃতীয় দিনে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৫ ওভার বল করেন কোয়েৎজি। মাঠ ছেড়ে যাওয়ার পর তাঁর জায়গায় ফিল্ডিং করেন ত্রিস্তান স্টাবস। প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে চোট পেলেন কোয়েৎজি। এর আগে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে ছিটকে পড়েন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ব্যাটিংয়ে তাঁর বদলি হিসেবে জুবায়ের হামজাকে ডেকেছে দক্ষিণ আফ্রিকা, এর পাশাপাশি ত্রিস্তান স্টাবস তো আছেনই।

তবে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোয়াডে দুজন ফাস্ট বোলার আছেন, যাঁদের মধ্য থেকে কাউকে কোয়েৎজির জায়গায় খেলানো হতে পারে। লুঙ্গি এনগিডি চোট কাটিয়ে উঠলেও প্রথম টেস্টে তাঁকে নির্বাচকেরা নেননি। কারণ, ম্যাচ ফিটনেস তখনো পুরোপুরি ফিরে পাননি এনগিডি। অলরাউন্ডার উইয়ান মোল্ডারও আছেন। তবে কেপটাউনের উইকেট স্পিনারদের প্রতি প্রসন্ন হওয়ায় কোয়েৎজির জায়গায় কেশব মহারাজকে খেলাতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেঞ্চুরিয়নে কোয়েৎজি দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের মধ্যে রান দেন সবচেয়ে বেশি। দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট ২১ ওভার বল করে ১০২ রানে ১ উইকেট নেন কোয়েৎজি।

উড়ালসেতুর নিচে আটকে গেলো প্লেন, রাস্তায় তীব্র যানজট

মতিহারি ঃ প্লেন উড়বে আকাশ দিয়ে, সে উড়ালসেতুর নিচে আটকে গিয়ে রাস্তায় ভয়াবহ যানজট তৈরি করবে এমন দৃশ্য কল্পনা করাও কঠিন! কিন্তু ঠিক সেই দৃশ্যই দেখা গেলো বিহারে।

গত শুক্রবার রাজ্যের মতিহারিতে একটি উড়ালসেতুর নিচে আটকা পড়েছিল প্লেন। আর তার কারণে দীর্ঘসময় রাস্তাটিতে বন্ধ ছিল যান চলাচল।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে জানা যায়, এদিন ট্রেলার ট্রাকে করে মুম্বাই থেকে আসামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল একটি পরিত্যক্ত প্লেন। কিন্তু বিহারের পিপরাকোঠি এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি ওভারব্রিজের নিচে আটকে যায় সেটি।

রাস্তায় সেতুর নিচে প্লেন আটকা পড়েছে এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। অদ্ভুত সেই দৃশ্য দেখতে ঘটনাস্থলে ভিড় করেন বহু মানুষ।

ঘটনাটির একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এতে দেখা যায়, ট্রাকের ওপর থাকা প্লেনটি উড়ালসেতুর নিচে রাস্তার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে আটকে রয়েছে। এ কারণে বিকল্প পথ খুঁজছেন পথচারী

ও গাড়ির আরোহীরা। কর্তৃপক্ষ বলেছে, ট্রাকচালক প্লেনের উচ্চতা আন্দাজ করতে ভুল করার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। তিনি ভেবেছিলেন, প্লেন নিয়ে উড়ালসেতুর নিচ দিয়ে চলে যেতে পারবেন। এ ঘটনায় দীর্ঘসময় রাস্তাটিতে যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে অবশ্য প্লেন ও ট্রাক দুটিই নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া গেছে।

মেগা প্রকল্পের উদ্বোধনের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণার আভাস মোদীর

অযোধ্যা ঃ আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হতে চলেছে রামমন্দির। দেশটির রাজনৈতিক মহলের মতে মেরুকরণের লক্ষ্যেই রামমন্দিরকে সামনে রেখে এখন থেকেই দেশজুড়ে প্রচারের ঝড় তুলতে চাইছে বিজেপি। আর তার রাশ স্বয়ং নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রামমন্দির উদ্বোধনের ২৩ দিন বাকি থাকলেও শনিবার অযোধ্যায় মোদীর ১৫ কিলোমিটার রোড শো'র মধ্য দিয়েই বিজেপি কার্যত লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করে দিতে চলেছে। একই সঙ্গে এদিন অযোধ্যার উন্নয়নের জন্য বড় অঙ্কের প্রকল্প ঘোষণা করবেন মোদী।

জানা গেছে, ১৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করা হবে। তার মধ্যে রয়েছে রেল স্টেশন ও বিমানবন্দরের উন্নয়ন। শনিবার রামায়ণের স্রষ্টা মহর্ষি বাল্মীকির নামে বিমানবন্দরের উদ্বোধন করবেন মোদী।

রামমন্দিরের উদ্বোধনে মোদী যে হাজির থাকবেন, তা আগেই ঠিক হয়ে রয়েছে। এমনকি মন্দিরের গর্ভগৃহে রামলালার মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় যে হাতে গোনা পাঁচজন থাকবেন, সেখানেও প্রধান ভূমিকা পালন করবেন তিনিই। রামলালাকে আয়নার মাধ্যমে মুখমণ্ডল দর্শন করানো ও কাজল পরানোর কাজ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই সারবেন বলে শোনা যাচ্ছে।

রামমন্দির নিয়ে মানুষের মনে আগ্রহ তৈরি করতে বহুদিন ধরেই গোটা দেশজুড়ে প্রচার চালাচ্ছে সংঘ পরিবার। রাম মন্দির নিয়ে বিজেপির এই মেরুকরণের চেষ্টাকে সমালোচনা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, আমরা রামকে হৃদয়ে পুজো করি। কিন্তু বিজেপি তাকে ইলেকশন এজেন্ট বানিয়ে রোটি কাপড়া মকানের রাজনীতির বাইরে ধর্মের রাজনীতিতে কাজে লাগাতে চাইছে। বিজেপির ইলেকশন কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই।

রাম মন্দির নির্মাণ ও পরিচালন সংক্রান্ত প্রধান সংস্থা রাম জন্মভূমি ট্রাস্টও প্রতি ক্ষেত্রেই রহস্য জিইয়ে রেখে মানুষের আগ্রহ বাড়ানোর চেষ্টা করছে ক্রমাগত। প্রচারের লক্ষ্যেই বিজেপি ও সংঘ পরিবারের তরফে মন্দির সংক্রান্ত প্রতিটি পা মেপে, পরিকল্পনামাফিক এগোনো হচ্ছে বলেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা।

৬২০ কোটি টাকা ব্যয় করে অযোধ্যা স্টেশন পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। রামমন্দিরের অনুরূপে তৈরি হচ্ছে অযোধ্যা স্টেশনের টার্মিনাল বিল্ডিং। অযোধ্যা রেল স্টেশনের নতুন নাম হয়েছে অযোধ্যাধাম। সব প্রস্তুতির তদারকি করছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নিজেই। রামমন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, টানা সাতদিন ধরে চলবে রামলালা প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান। ১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠান শেষ হবে। কী কী উৎসব এই সাতদিনে, তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, ১৬ জানুয়ারি দশবিধ স্নান দিয়ে শুরু হবে সাতদিনব্যাপী উৎসব। সরযূ নদীতে স্নান করবেন ভক্তরা। এছাড়াও বিষ্ণু আরাধনা ও গোদান হবে এই দিনে।

এদিকে রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা কে আমন্ত্রণ পেয়েছেন, কে সেখানে যাবেন, কে যাবেন না, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। কংগ্রেসের সংসদীয় দলনেত্রী হিসেবে সোনিয়া গান্ধী ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে মল্লিকার্জুন খাড়গে নিমন্ত্রণ পেয়েছেন বলে কংগ্রেস জানিয়েছে। নিমন্ত্রণ পেয়েছেন কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীও।

টুকরো খবর

গিকেনিকে প্রধান শিক্ষিকা-ছাত্রের আপত্তিকর ফটোশুট ভাইরালে

কর্নাটক (এজেন্সী) ঃ ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষিকার আপত্তিকর ছবি ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেগুলো নিয়ে চলছে তুমুল বিতর্ক। শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে গিয়ে ছাত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছবি তুলে বিপাকেই পড়েছেন শিক্ষিকা। এদিকে, ওই প্রধান শিক্ষিকাকে এরই মধ্যে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ দিয়েছেন স্থানীয় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের উপপরিচালক (ডিডিপিআই) বাইলাঞ্জিনাপ্পা। আপত্তিকর ফটোশুট সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদে শিক্ষিকা বলেছেন, আমাদের মধ্যে মাছেলের সম্পর্ক রয়েছে। ছাত্র ও শিক্ষিকা উভয়েরেই দাবি, ছবিগুলো ব্যক্তিগত ছিল। কিন্তু কেউ সেগুলো পরিকল্পিতভাবে ফাঁস করে দিয়েছে। বিতর্ক যাকে নিয়ে, তিনি পুষ্পালতা আর। ভারতের কর্নাটক রাজ্যের চিন্তামণি তালুক অঞ্চলের একটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তিনি। সম্প্রতি স্কুলটি শিক্ষার্থীদের একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যায়। আর সেখানেই এক স্কুলছাত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় সময় কাটান প্রধান শিক্ষিকা। এমনকি, নিজ ছাত্রের সঙ্গে তিনি এমন কিছু ছবি তোলেন, যা ভারতজুড়ে চরম বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া ছড়িয়ে পড়েছে সেইসব ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ওই ছাত্র শিক্ষিকাকে কোনো সময় কোলে তুলে নিয়েছেন, কোনো সময় আবার চুম্বন করছেন, কোনো সময় আবার শিক্ষিকার আঁচল ধরে টানছেন। ছবিগুলোতে শিক্ষিকাকে লাল পাড়ওয়ালা ঘিয়ে রঙের একটি শাড়ি পরতে থাকতে দেখা যায়। অন্যদিকে, শিক্ষার্থীর পরনে রয়েছে হলুদ রঙের কুর্তার সঙ্গে জিন্স। যেখানে তারা ফটোশ্যুট করেছেন সে জায়গাটা গাছগাছালিতে ভরা। সেখানে দাঁড়িয়েই বিভিন্ন অন্তরঙ্গ পোজে ধরা দিয়েছেন তারা। ছবিগুলোর কোলাজটি পোস্ট করেছেন অমিত সিং রাজাওয়াত নামে এক ব্যক্তি। ক্যাপশনে লেখেন, কর্ণাটকের মুরুগামল্লা চিক্কাবাল্লাপুর জেলার একটি সরকারি স্কুলশিক্ষকের সঙ্গে দশম শ্রেণির এক ছাত্রের একটি রোমান্টিক ফটোশুটের ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। রাজাওয়াতের প্রশ্ন সমাজ হিসেবে আমরা কোনদিকে এগোচ্ছি? তিনি আরও লেখেন, ছাত্রের অভিভাবকরা শিক্ষকের এই ধরনের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ও ব্লক শিক্ষা অফিসারের (বিইও) কাছে বিষয়টি নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। এদিকে, বিষয়টি ভাইরাল হতেই, শিক্ষিকার বিরুদ্ধে দ্রুত কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাতে শুরু করেছেন অসংখ্য অভিভাবকসহ ভারতীয় নেটিজেনরা। অনেকের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষিকার এমন আচরণ পুরো দেশের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য লজ্জাজনক। অনেকের প্রশ্ন, শিক্ষিকার কর্মকাণ্ডই যদি এমন হয়, তাহলে শিক্ষার্থীরা কী শিখবে। তবে ভারতে এমন ঘটনা এটিই প্রথম নয়। এর আগেও একাধিকবার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অন্তরঙ্গ দৃশ্য সামনে এসেছে, সমালোচনার ঝড়ও উঠেছে বিস্তর। ২০২২ সালে একই ধরনের আরেকটি ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। ভোজপুরি ক্লাসরুমে উদ্দাম নৃত্য করে খবরের শিরোনামে এসেছিলেন এক শিক্ষিকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, 'পাতলি কামারিয়া' গানের ছন্দে শাড়ি পরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উদ্দাম নাচে মেতেছেন ওই শিক্ষিকা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষিকার এমন 'কুরুচিপূর্ণ' অঙ্গভঙ্গিতে নাচানাচি করা নিয়ে ভারতজুড়ে সমালোচনা ঝড় বয়ে গিয়েছিল।

র‍্যাশিয়ার নৈশক্লাবে নগ্ন পার্টি, গায়কের কারাদণ্ড

মাস্কো ঃ একটি পার্টিতে প্রায় পুরোপুরি নগ্ন হয়ে উপস্থিত হওয়ায় রাশিয়ার তারকা র‍্যাপ গায়ক নিকোলাই ভ্যাসিলিভকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন মস্কোর একটি আদালত। পাশাপাশি তাকে ২ লাখ রুবল (প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা) জরিমানাও করেছেন আদালত। এই র‍্যাপারের বিরুদ্ধে সমকামী সম্পর্ক (এলজিবিটি) প্রচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। গত ২১ ডিসেম্বর মস্কোর মুতাবোর নাইটক্লাবে ওই পার্টির আয়োজন করেছিলেন রাশিয়ার আলোচিত ব্লগার আনাতাসিয়া ইভলিভা। সেখানে দেশটির সুপরিচিত গায়কগায়িকারা যোগ দিয়েছিলেন, তবে তারা সবাই ছিলেন স্বল্প বসনা। সেখানে শুধু জুতা ও যৌনাঙ্গে একটি মোজা পরে হাজির হয়েছিলেন নিকোলাই ভ্যাসিলিভ। ওই পার্টিতে অংশ নেওয়া বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও ছিলেন পপ তারকা ফিলিপ কিরকোরভ, লোলিতা ও দিমা বিলান। এমনকি, টিভি হোস্ট ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কেসনিয়া সোবচাকও উপস্থিত ছিলেন। পার্টির কিছু ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসার পরপরই রাশিয়াজুড়ে সমালোচনার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নজরে আসে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনেরও। এ ঘটনায় চরম অসন্তুষ্ট হন তিনি। পুতিন বলেন, রাশিয়া যখন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে ও সমাজকে রক্ষণশীল রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে এ ধরনের আচরণ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিকভাবে উদাসীনতা দেখালেও, সরকারের নজরে পড়ার পর ২২ ডিসেম্বর পার্টিতে অংশ নেওয়া তারকারা ক্ষমা চান। তাদের মধ্যে রাশিয়ার রাষ্ট্রয়াত্ত বার্তা সংস্থা আরআইএ নভোস্তিতে উপস্থিত হয়ে সমকামী সম্প্রদায়ের প্রতি সমর্থন প্রকাশের জন্য ক্ষমা চান নিকোলাই ভ্যাসিলিভ। তিনি বলেন, আমি কোনোভাবেই এলজিবিটি সম্প্রদায়কে সমর্থন করি না। আমি কোনো প্রোপাগান্ডাও প্রচার করতে চাইনি। বরং আমি এলজিবিটি আন্দোলনের সমর্থকদের নিন্দা জানাই। আরআইএ নভোস্তি ভ্যাসিলিভের ক্ষমা প্রার্থনার আরেকটি ভিডিও প্রকাশ করেছে, যেখানে তাকে বলতে শোনা যায়, দেশের এমন কঠিন সময়ে সাধারণ মানুষের অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। চলতি মাসেই এলজিবিটিকিউ বা সমকামী আন্দোলনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে রাশিয়া। এমনকি, সমকামিতার পক্ষে যে কোনো আন্দোলনকে উগ্রপন্থী আচরণ হিসেবে দেখা হবে রায় ঘোষণা করে রাশিয়ার সুপ্রিম কোর্ট। এর পাশাপাশি সমকামিতার সঙ্গে যুক্ত সব ধরনের কার্যকলাপও নিষিদ্ধ করেছেন রুশ সুপ্রিম কোর্ট। এসব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে রাশিয়াতে যে কাউকেই ফৌজদারি মামলার মুখোমুখি হতে হবে।

শীতকালে উষ্ণ আবহাওয়া, পুরোপুরি শীত কবে নামবে?

ঢাকা ঃ ঠান্ডা এইবার তুলনামূলক কম, গতকাল সন্ধ্যার পর আমি একটা পাতলা সোয়েটার পরেই বাজারে গিয়েছি, বলছিলেন দেশের সবচেয়ে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের বাসিন্দা আবু বারেক লিমন। সাধারণত বাংলাদেশে উত্তরবঙ্গের এই এলাকাতেই সবচেয়ে বেশি শীত পড়ে। আর শীতের প্রকোপও ডিসেম্বর মাস থেকে বাড়তে শুরু করে। কিন্তু এবার ডিসেম্বর শেষ হয়ে গেল এখনো সেভাবে শীতের দেখা নেই। আজকেও যেমন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়, ১১.৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তবে সেটাও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বলছেন আবহাওয়াবিদরা। একই অবস্থা উত্তরের অন্য জেলাগুলোতেও। অথচ এ মাসের শুরুতে বৃষ্টির পর খানিকটা শীত নামতে শুরু করেছিল। কিন্তু অনেকেই শীতের ভারী কাপড় বের করেও সেগুলো আবার ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছেন। আগামী সপ্তাহেও এর খুব বেশি পরিবর্তন দেখছেন না আবহাওয়াবিদরা। শৈত্যপ্রবাহের এখনি সম্ভাবনা নেই তবে কুয়াশার আধিক্য বাড়বে এবং তাতে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।

২০২৪ সালে ইউক্রেনের যুদ্ধে যে তিন পরিণতি হতে পারে

ইউক্রেন (এজেন্সী) ঃ ইউক্রেনে সংঘাত তৃতীয় বছরে গড়াতে যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে যুদ্ধক্ষেত্রে খুব সামান্যই অগ্রগতি হয়েছে। ২০২৪ সালে এই যুদ্ধ কোন দিকে গড়াবে? যুদ্ধের গতি পরিবর্তন হওয়ার কী কোনো লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে? ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি মন্তব্য করেছেন যে এ বছরের জুনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেন যে অভিযান চালিয়েছিল, তা আশানুরূপ সাফল্য পায়নি। ইউক্রেনের ভূমির প্রায় ১৮ এখন রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে।

আগামী ১২ মাসে এই যুদ্ধকে ঘিরে কী পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, সে বিষয়ে তিনজন সামরিক বিশ্লেষকের সাথে আলোচনা করে এই প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে।

ইউক্রেনে যুদ্ধ শীঘ্রই থেমে যাবে, এমন সম্ভাবনা এখন আগের চেয়ে দুর্বল। গত বছরের এই সময়ের সাথে তুলনা করলে, ভ্লাদিমির পুতিন এখন আগের চেয়েও শক্তিশালী। শুধু সামরিক শক্তির বিচারেই নয়, রাজনৈতিকভাবেও গত বছরের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত অবস্থানে রয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি এখনও অনিশ্চিত। ইউক্রেনের শীতকালীন অভিযান সম্প্রতি থেমে গেছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। আবার রাশিয়ার দিক থেকেও তেমন কোনো অগ্রগতি নেই। যুদ্ধের ফল আসলে নির্ভর করছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শত মাইল দূরের ব্রাসেলস ও ওয়াশিংটনে হওয়া সিদ্ধান্তের ওপর। পশ্চিমা শক্তিগুলো ২০২২ সালে ইউক্রেনের পক্ষে সমর্থনের যে প্রদর্শন করেছিল, তা ২০২৩ এও জারি ছিল। কিন্তু তাদের সেই সমর্থন প্রকাশ সম্প্রতি যেন অনেকটাই ম্রিয়মাণ হতে শুরু করেছে।

ইউক্রেনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তার প্যাকেজ ওয়াশিংটনের অনুমোদন পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ভাষায়, 'সস্তা রাজনীতি'র শিকার হয়ে এই প্যাকেজ ওয়াশিংটনের অনুমোদন পাচ্ছে না।

অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সহায়তা ইউক্রেন পাবে কি না, তা নির্ভর করছে হাঙ্গেরির সমর্থন দেয়ানা দেয়ার ওপর।

পশ্চিমা শক্তিগুলোর নিজেদের ভেতরে এই দোটানা পুতিনকে আরো আত্মবিশ্বাসী করেছে। তার সাম্প্রতিক বক্তব্য ও জনসম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ধরন বিশ্লেষণ করলে এমনটাই মনে হয় যে রাশিয়াইউক্রেন সংঘাত বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য চলবে।

সেরকম হলে, পশ্চিমা বিশ্ব কী পুতিনের বিরোধিতা চালিয়ে যেতে পারবে?

ইউক্রেন ও মলদোভাকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ দেয়া হবে কিনা, সে বিষয়ে দেশগুলোর সাথে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছে সংস্থাটি। এই সিদ্ধান্ত কেবল প্রতীকী নয়।

এর অর্থ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিয়েভকে সমর্থন দেয় অব্যাহত রাখবে। কারণ, চলমান যুদ্ধে রাশিয়া এককভাবে জয় লাভ করলে ইউরোপীয় ইউনিয়নে এমনিতেও থাকতে পারবে না ইউক্রেন।

ওয়াশিংটনের নীতিগত সিদ্ধান্ত পুরোপুরি ঘুরে যাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্য কম।

যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হলে রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ওয়াশিংটনের নীতিগত অবস্থান কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে, কারণ মি. ট্রাম্প নেটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহারের বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি সোচ্চার হয়েছেন।

কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে মি. ট্রাম্প নেটোতে থাকার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়ে গেলেও ২০১৬ সালে তিনি নিজে যখন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তখন এই পদক্ষেপ নেননি। আর নেটোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ৭৫ বছরের এই সম্পর্ক তিনি একার সিদ্ধান্তে ছিন্ন করতেও পারবেন না।

কাজেই, পশ্চিমা দেশগুলোর এই দোটানার কারণে ইউক্রেনে যুদ্ধ আরো দীর্ঘায়িত হবে, এমনটা বলাই যায়।

এমন পরিস্থিতিতে রাশিয়ার ভেতরে যদি সামরিক অভ্যুত্থান না হয়, অথবা পুতিন স্বাস্থ্য জনিত কারণে মারা না যান - তাহলে এই যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার একমাত্র উপায় দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান।

আর আপাতত কোনো পক্ষই আলোচনায় বসতে সম্মত নয়। তাই বলা যায় যে, ২০২৪ সালেও যুদ্ধ চলবে, তবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলবে না।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ২০২৪ সালেও যুদ্ধ চলবে, তবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলবে না।

যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে অন্যত্র

মাইকেল ক্লার্ক, রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাসচিব

ইউরোপে বড় ধরনের যুদ্ধের প্রত্যাবর্তন হয়েছে ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা শুরু করার পর।

এই যুদ্ধ ২০২৩ সালে গড়ানোর পর এটাও নিশ্চিত হয়েছে যে শিল্প বিপ্লব চলাকালীন সময়কার যুদ্ধে যেমন পরিস্থিতি তৈরি হত, এই যুদ্ধকে ঘিরে সেরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

শিল্প বিপ্লবের সময় কোনো একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রভাবিত হত যুদ্ধকে ঘিরে। অর্থাৎ, যুদ্ধের সময় যে ধরনের পণ্য প্রয়োজন হয়, অর্থনীতিতে সেই ধরনের পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যায়। রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে, অর্থাৎ ২০২১ সাল থেকে, রাশিয়ার প্রতিরক্ষা বাজেট তিন গুণ বেড়েছে। আগামী বছর রাশিয়ার সরকারি ব্যয়ের ৩০ খরচ হবে যুদ্ধের পেছনে।

এর অর্থ, এই যুদ্ধ ইউরোপের জন্য ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপ মহাদেশ সবচেয়ে দীর্ঘ ও সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি পূর্ণ যুদ্ধে পরিণত হতে পারে এই যুদ্ধ।

ইউক্রেনে সম্মুখ সমরের যে একেবারেই কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না, তা বলা ভুল হবে। সেখানে দুই পক্ষই একে অপরকে ঠেকিয়ে রাখার মত মাত্রায় যুদ্ধ করছে।

রুশ বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে আগ্রাসন চালিয়ে ডনবাস অঞ্চলের পুরোটা দখল নেয়ার চেষ্টা করতে পারে।

ইউক্রেনও পশ্চিম কৃষ্ণ সাগরের এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ বসফরাস প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ পুনর্দখলের সুফল ভোগ করতে চাইবে।

সেই হিসেবে মনে হচ্ছে, ২০২৪ সালে কিয়েভ ও মস্কো দুই পক্ষই সংঘবদ্ধ হওয়ার একটা সুযোগ পাবে।

২০২৫ সালের বসন্তকালের আগে পুরো দমে আক্রমণ চালানোর মত যথেষ্ট অস্ত্র বা প্রশিক্ষিত লোকবলের জোগাড় করতে পারবে না রাশিয়া।

অন্যদিকে, আগামী বছরের পুরোটা সময় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইউক্রেনের প্রয়োজন পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে অর্থ ও সেনা সহায়তা। পাশাপাশি তাদের নিজেদের শক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও কাজ করতে হবে তাদের।

তাই শিল্প বিপ্লবের সময়কার যুদ্ধের মত, এই যুদ্ধও বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার মধ্যকার প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব ঘটনা ঘটবে, তা আন্তঃসামাজিক প্রতিযোগিতার উপসর্গ হিসেবেই পরিলক্ষিত হবে।

২০২৪ সালে এই যুদ্ধের সামরিক পরিণতি আভদিভকা, তোকমাকের মত সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ধারিত না হয়ে নির্ধারিত হবে মস্কো, কিয়েভ, ওয়াশিংটন, ব্রাসেলস, বেইজিং, তেহরান ও পিয়ংইয়ংয়ে।

যুদ্ধ বদলে দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিমান

বেন হজেস, সাবেক কমান্ডিং জেনারেল, ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি ইউরোপ

সক্ষমতার দিক থেকে ইউক্রেনকে সম্পূর্ণরূপে দখল করতে রাশিয়া অপারগ। ইউক্রেনের যতটুকু অঞ্চল তারা দখল করে রেখেছে, ততটুকুই তারা দখল করে রাখবে।

এই সময়টা কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের প্রতিরক্ষা বলয় আরো শক্তিশালী করবে এবং কতদিনে পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেনকে সমর্থন দেয়ার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে, তার জন্য অপেক্ষা করবে।

কিন্তু ইউক্রেন থামবে না। তাদের লড়াই টিকে থাকার এবং তারা জানে যে তারা থেমে গেলে রাশিয়া কী করবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেহেতু ইউক্রেনে সহায়তা ও ত্রাণ কমে যাচ্ছে, ইউরোপের অনেক দেশ ইউক্রেনে ত্রাণ দেয়া বাড়ানোর তাগিদ দিচ্ছে।

তবে আমার অনুমান, আগামী বছরের শুরুতেই যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের জন্য বরাদ্দ ত্রাণ ও সহায়তার প্যাকেজ সরবরাহ করবে। এই প্যাকেজটি ডিসেম্বরে ছাড় হওয়ার কথা থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে তা আটকে দেয়া হয়।

সেই হিসেবে, আমার ধারনা, ইউক্রেন আগামী কয়েকমাসে তাদের দিক থেকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেয়ার চেষ্টা করবে।

টানা যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া ইউনিটগুলোকে পুনর্গঠন ও সংগঠিত করা। নতুন করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।

লোকবল বাড়ানোর লক্ষ্যে ইউক্রেনের ভেতরে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ওপর জোর দেয়া।

অস্ত্র ও গোলাবারুদের উৎপাদন বাড়ানো।

জ্যামার, ইন্টারসেপটার, লোকেটরের মত রুশ ইলেকট্রনিক যুদ্ধাস্ত্রের মোকাবেলার লক্ষ্যে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানো।

আগামী গ্রীষ্মের শুরু থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ব্যবহার করতে পারবে ইউক্রেন। এই যুদ্ধবিমান ইউক্রেনের নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে যেমন শক্তিশালী করবে, তেমনি রুশ বিমানের বিপক্ষে তাদের আক্রমণকেও সুসংহত করবে।

সেভাস্তোপোলে রুশ নৌবাহিনী, ইউক্রেনের ভেতরে থাকা কয়েকটি রুশ বিমানঘাঁটি আর দিযানকয়ে রুশ বাহিনীর রসদ ঘাঁটির ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে ইউক্রেন প্রয়োজনীয় সবকিছুই করবে।

এরই মধ্যে ইউক্রেনীয় বাহিনী তাদের সামর্থ্যও প্রমাণ করেছে। যুক্তরাজ্যের দেয়া তিনটি স্টর্ম শ্যাডো ক্রুজ মিসাইলের সাহায্যে তারা কৃষ্ণ সাগরে থাকা রুশ নৌবাহিনী কমান্ডারকে তার নৌ বহরের এক তৃতীয়াংশ সেভাসতোপোল থেকে সরাতে বাধ্য করেছ।

ইউক্রেনের গোলাবারুদ, দূর পাল্লার মিসাইল বা লম্বা সময় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট রসদ নেই।

কিন্তু রুশ সেনাদের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। রাশিয়ার রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা এরই মধ্যে ভঙ্গুর অবস্থায় পড়েছে এবং তা ইউক্রেনের বাহিনীর ক্রমাগত চাপের মুখে রয়েছে।

রাজ্য বিজেপি ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রস্তুতি নিয়েছে বলে মন্তব্য সভাপতি ভবেশ কলিতার

আগামী ৭৮ জানুয়ারি নগাঁও এ দলের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক, আটটি মোর্চার পদাধিকারী দের বৈঠক আহ্বান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচন সংক্রান্তে ২০২৪ নতুন বছর থেকে নতুন উদ্যমে প্রস্তুতি শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য বিজেপি। মূলত তৃণমূল পর্যায়ের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্দেশ্য নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। তিনি বলেন এরই অংশ হিসেবে আগামী ৭-৮ জানুয়ারি নগাঁও এ দলের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। একইভাবে শতউ দলের ৮ টি মোর্চার পদাধিকারী দের বৈঠক পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হবে। দুই তিনটি লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে ক্লাস্টার নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার এক একটি ক্লাস্টার নিয়ে পৃথকভাবে নির্বাচনী প্রচার অভিযানের পরিকল্পনা করা হবে। ক্লাস্টার

নিয়েই ইতিমধ্যে নির্বাচন ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে বল মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। তিনি জানান আগামী ৭-৮ জানুয়ারি নগাঁও এ দলের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া দলের ৮ টি মোর্চার পদাধিকারী দের বৈঠক পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হবে। দুই তিনটি লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে ক্লাস্টার নির্মাণ করা হবে বলেও জানালেন তিনি।

রাজ্যের শাসক পক্ষের পাশাপাশি বিরোধী পক্ষেও আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এমনকি কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজ্যের বিরোধীপক্ষের ১৫ টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করেছে। বর্তমান বিরোধী ঐক্য মঞ্চে আসন বোঝাবুঝি সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ে বৈঠক অব্যাহত রয়েছে। তবে মঞ্চে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আসনের বোঝাপড়া সংক্রান্তে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের দলগুলো নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী আসনের দাবি জানাচ্ছে। একইভাবে শাসক পক্ষের অসম গণ পরিষদ ইতিমধ্যে চারটি আসনের দাবি উত্থাপন করেছে। তবে এই সংক্রান্তে স্থিতি স্পষ্ট করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন শাসকদের পক্ষের মধ্যে আসন বোঝাপড়া সংক্রান্তে যাবতীয় সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিবেন। ফলে এই সংক্রান্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেওয়া সিদ্ধান্ত বিজেপি, অগপ এবং ইউপিপিএল মেনে নেবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

ফলে এবার আসন নিয়ে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব না দিয়ে রাজ্য বিজেপির সরাসরি লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে পড়েছে। শুক্রবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা নির্বাচন ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির অধীনে যাবতীয় হিসেবেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, প্রাক্তন সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকারি সহ অন্যান্য নেতারা রাজ্য সফরে এসে প্রচার অভিযানে অংশ নেবেন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। তাছাড়া দলের বুথ, ব্লক, মন্ডল পর্যায়ে দলকে অধিক শক্তিশালী করার পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান নির্বাচন ম্যানেজমেন্ট কমিটির অধীনে এক্ষেত্রে প্রযোজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন নরেন্দ্র মোদিকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে দলের প্রত্যেকে নিজের স্তরে প্রচেষ্টা করবেন। নরেন্দ্র মোদিকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করার লক্ষ্যে দলের প্রার্থীদের বয়সের কোনো চূড়ান্ত সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে না। মূলত জয় লাভের সম্ভাবনা থাকা ব্যক্তিদের দল প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত করবে বলে উল্লেখ করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। তিনি বলেন জয় লাভের সম্ভাব্যতা থাকা ব্যক্তিরাই দলের টিকেট পাবেন। এক্ষেত্রে তাদের বয়সের প্রতি নজর দেওয়া হবে না। শুধুমাত্র জয়লাভ করার বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। তাছাড়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে কোনো প্রার্থীর বয়সের চূড়ান্ত সময়সীমা থাকেনা। এই সংক্রান্তে কোনো নিয়ম নীতির কথা তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানান না বলে স্বীকার করে নিয়েছেন ভবেশ কলিতা। তিনি বলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ফের একবার কেন্দ্রে সরকার গঠন হতে চলেছে। এটাকে বাস্তবায়িত করতে রাজ্য বিজেপি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা।